বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা
১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : শ্রীরজনীকান্ত গুহ

মেগাস্থেনিসের ভারত-বিবরণ

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

মুখবন্ধ

মেগাস্থেনীসের নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুপরিচিত। ইনি কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র দুই শত বৎসর পূর্বে পশ্চিম-এসিয়ার অধিপতি "বিজয়ী" উপাধি-মণ্ডিত সেলিয়ুকসের দূতরূপে মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে উপনীত হন এবং তথায় কিয়ৎকাল বাস করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে *To Indika* নামক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দুঃখের বিষয় এই, সমগ্র গ্রন্থখানি বর্তমান নাই। তবে অরিয়ান, স্ট্রাবো, ডায়োডোরস প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণ উহা হইতে অনেক স্থল আপন আপন পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন; এজন্য উহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। খ্রীষ্টীয় ১৮৪৬ সনে জার্মেনির অন্তঃপাতী বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর ঈ. এ. শোয়ান্‌বেক (E. A. Schwanbeck, Ph. D.) অশেষ শ্রম সহকারে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ হইতে মেগাস্থেনীস-লিখিত অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া *Megasthenis Indica* নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৩১৮ সনে উহার মৎকৃত বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। বিশ্বভারতী উহার এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। কর্মাধ্যক্ষ এই কার্যে অংশগুলি নির্বাচনের ভার অর্পণ করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন।

শ্রীরজনীকান্ত গুহ

গ্রন্থের সারসংগ্রহ

ডায়োডোরস

ভারতবর্ষের আকার চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ন্যায়। ইহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পার্শ্ব মহাসাগর কর্তৃক পরিবেষ্টিত। উত্তর দিকে হিমদ (Hemodos) পর্বত স্কাইথিয়া (Skythia) হইতে ভারতবর্ষকে ব্যবচ্ছিন্ন করিতেছে। স্কাইথিয়া দেশে শক নামক স্কাইথীয় জাতি বাস করে। চতুর্থ অর্থাৎ পশ্চিম সীমায় সিন্ধু নামক নদ প্রবাহিত হইতেছে। সিন্ধু নদ এক নীল নদ ব্যতীত আর সমুদায় নদী অপেক্ষা বৃহৎ। শুনা যায়, পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিস্তার ২৮ হাজার স্টাডিয়ম্, এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ৩২ হাজার স্টাডিয়ম্। এই দেশের আয়তন এত বিশাল যে, মনে হয় প্রায় সমগ্র উত্তর গ্রীষ্মমণ্ডল ইহার অন্তর্ভূত। এইজন্য ভারতের দূরতর প্রদেশে অনেক সময়ে শঙ্কু ছায়াপাত করে না এবং রাত্রিকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয় না; সুতরাং আমরা শুনিতে পাই, এই সকল স্থানে দক্ষিণ দিকে ছায়া পতিত হয়।

ভারতবর্ষে বহু বিশাল পর্বত আছে—সেগুলি সর্ববিধ ফলবান্ বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ; এবং অনেক বিস্তীর্ণ, উর্বর সমতল ভূমি আছে; প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিভিন্ন হইলেও সে সমুদায়ই অসংখ্য নদী দ্বারা খণ্ডিত ও পরিচ্ছিন্ন। সমতল ভূমির অধিকাংশই জলপ্রণালী দ্বারা সিক্ত, এজন্য বৎসরে দুই বার শস্য উৎপন্ন হয়। এই দেশ সর্বপ্রকার জীবজন্তু, পশুপক্ষীর আবাসভূমি; তাহারা আকার ও শক্তিতে বিবিধ ও বিচিত্র। অধিকন্তু, ভারতে অগণ্য অতিকায় হস্তী বিচরণ করে; ইহারা অপর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এজন্য লিবীয়াদেশীয় হস্তী অপেক্ষা এগুলি অনেক

অধিক বলবান্। ভারতবর্ষীয়েরা বহুসংখ্যক হস্তী ধৃত ও যুদ্ধের জন্য শিক্ষিত করে; এজন্য জয়লাভের পক্ষে ইহাদিগের দ্বারা প্রচুর সহায়তা হইয়া থাকে।

এইরূপে, দেশে অপর্যাপ্ত আহার্য সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়াতে অধিবাসীগণও অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট ও উন্নতকায় বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও স্বাদুতম জল পান করে; সুতরাং তাহারা শিল্পকর্মে সুনিপুণ। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে যেমন সর্ববিধ কৃষিজাত শস্য উৎপন্ন হয় তেমনি ইহার কুক্ষিতে সকল প্রকার ধাতুর খনি আছে। এই সকল খনিতে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য, অল্প তাম্র ও লৌহ, এমন কি কাংস্য টিন বা (Kassiteros) ও অন্যান্য ধাতুও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল ধাতু অলঙ্কার, আবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী, ও যুদ্ধের উপকরণ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে যব প্রভৃতি ব্যতীত চীনা যোয়ার ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়; এগুলি নদী হইতে আনীত বহুসংখ্যক জলপ্রণালী দ্বারা সিক্ত থাকে। এতদ্ব্যতীত উহাতে বহুল পরিমাণে বিবিধ প্রকারের ডাল, ধান্য, বস্পরম্ (bosporon) নামক শস্য এবং প্রাণধারণোপযোগী বহুবিধ শাকসবজী উৎপন্ন হয়। (শেষোক্ত খাদ্যদ্রব্যগুলি স্বতঃই জন্মিয়া থাকে।) জীবনযাত্রা নির্বাহোপযোগী অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীও অল্প উৎপন্ন হয় না। কিন্তু সে সমুদায় উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। এজন্য শুনিতে পাই ভারতবর্ষে কখনও দুর্ভিক্ষ বা দেশব্যাপী খাদ্যাভাব জনসাধারণকে প্রপীড়িত করে না। কারণ এদেশে বৎসরে দুই বার বর্ষা উপস্থিত হয়। শীতকালে বারিপাত হইলে অন্যান্য দেশের ন্যায় গোধুম বপন সম্পন্ন হয়। কর্কটক্রান্তির পর (অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে) দ্বিতীয় বার বারিপাত আরম্ভ হইলে ধান্য, বস্পরম্, তিল এবং চীনা যোয়ার প্রভৃতি উপ্ত হয়। ভারতবর্ষীয়েরা প্রায়ই বৎসরে দুই বার শস্য সংগ্রহ করে;

প্রথম বারের বপনে যথেষ্ট শস্য উৎপন্ন না হইলেও দ্বিতীয় বার বপনের শস্য হইতে তাহারা কখনও একেবারে বঞ্চিত হয় না। তৎপর স্বভাবজাত ফল এবং জলাভূমিতে উৎপন্ন বিবিধ স্বাদুতাবিশিষ্ট মূল অধিবাসীদিগের প্রাণধারণে প্রচুর সহায়তা করে। ফলত ভারতের প্রায় সমগ্র সমতল ভূমি নদীজল বা গ্রীষ্মকালীন বর্ষাপাত দ্বারা সিক্ত; এজন্য উহা অতি উর্বর। প্রতি বৎসর আশ্চর্য রূপে ঠিক একই সময়ে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। আর গ্রীষ্মকালের প্রখর উত্তাপে জলাভূমিজাত মূল, বিশেষত দীর্ঘ নলগুলি সুপক্ক হয়। বিশেষত ভারতবাসীদিগের মধ্যে এমত কতকগুলি প্রথা আছে যাহাতে ওদেশে দুর্ভিক্ষ হইতে পারে না। অন্যান্য জাতির নিয়ম এই যে তাহারা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শস্য-ক্ষেত্র বিনষ্ট করিয়া সেগুলিকে মরুভূমিতে পরিণত করে। কিন্তু ভারতবর্ষে কৃষকগণ পবিত্র ও রক্ষণীয় বলিয়া পরিগণিত; এজন্য যখন পার্শ্ববর্তী স্থানে যুদ্ধ চলিতে থাকে তখনও তাহারা বিপদ কাহাকে বলে জানে না। কারণ উভয়পক্ষের যোদ্ধৃগণ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পরস্পরকে হনন করে; কিন্তু কৃষিনিরত ব্যক্তিগণ সর্বসাধারণের হিতকারী বলিয়া অক্ষত থাকে। অধিকন্তু, ভারতবর্ষীয়েরা কখনও শত্রুর শস্য-ক্ষেত্র অগ্নিতে দগ্ধ কিংবা তাহাদিগের বৃক্ষসমূহ উচ্ছিন্ন করে না।

ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক বৃহৎ নৌচলনোপযোগী নদী আছে। তাহারা উত্তর সীমাস্থিত পর্বতমালায় উৎপন্ন হইয়া সমতল ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহাদিগের অনেকগুলি পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গা নামক নদীতে পতিত হইয়াছে। এই গঙ্গানদী ইহার উৎপত্তি স্থানে ৩০ স্টাডিয়ম্ বিস্তৃত; ইহা উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে। গঙ্গা গাঙ্গেয়দিগের (Gangaridai) দেশের পূর্ব সীমা। গাঙ্গেয়গণের বহুসংখ্যক মহাকায় হস্তী আছে। এজন্য এই দেশ কখনও কোনও বৈদেশিক ভূপতি কর্তৃক বিজিত হয় নাই,

কারণ অপরাপর সমুদায় জাতিই বিপুল বলশালী অগণ্য হস্তীর কথা শুনিয়া ভয় পায়। [যেমন, মাকেদনবাসী সেকেন্দর সাহা সমগ্র এসিয়া জয় করিয়াও কেবল গাঙ্গেয়দিগের সহিত সংগ্রামে বিমুখ হইয়াছিলেন। কারণ তিনি ভারতের অন্যান্য জাতি পরাজিত করিয়া সমগ্র সেনাবল সহ গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া জানিতে পারিলেন, গাঙ্গেয়গণের যুদ্ধার্থ সজ্জিত সংগ্রামনিপুণ চারি সহস্র হস্তী আছে ; ইহা শুনিয়াই তিনি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন।] গঙ্গার সমতুল্য সিন্ধু নামক নদ উহার ন্যায় উত্তর দিকে উৎপন্ন হইয়া মহাসমুদ্রে পতিত হইয়াছে। সিন্ধু ভারতের পশ্চিম সীমা। ইহা বিস্তৃত সমতল ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, এবং ইহাতে বহু নৌচলনোপযোগী উপনদী পতিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে হাইপানিস (Hypanis), হাইডাস্পীস (Hydaspes) ও আকেসিনীস (Akesines) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল নদী ব্যতীত নানা প্রকারের আরও বহুসংখ্যক নদী আছে ; সমুদায় দেশ তদ্দ্বারা সমাচ্ছন্ন ও সিক্ত হওয়াতে সর্ববিধ শস্য ও শাকসবজী অপর্যাপ্ত উৎপন্ন হইতেছে।

ভারতভূমি এমন সুজলা ও অসংখ্য নদীপূর্ণা কেন ? তদ্দেশীয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তাহার নিম্নলিখিত কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষের চতুষ্পার্শ্ববর্তী শক, বাহ্লীক ও আর্যজাতির দেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা উচ্চ ; সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে চতুর্দিক হইতে নিম্নতর সমতল ভূমিতে জলধারা প্রবাহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ভূমি সিক্ত করে এবং এইরূপেই বহুসংখ্যক নদী উৎপন্ন হয়।

ভারতবর্ষের একটী নদীর এক বিশেষত্ব আছে। নদীটীর নাম শিল ; উহা শিল নামক নির্ঝরিণী হইতে প্রবাহিত হইতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমুদায় নদীর মধ্যে কেবল ইহাতে যাহা পতিত হয় তাহাই তলদেশে ডুবিয়া যায়, কিছুই ভাসে না।

সমগ্র ভারতবর্ষ অতি বিপুলায়তন; এজন্য আমরা শুনিতে পাই, এদেশে বহুসংখ্যক বিভিন্ন জাতি বাস করে। ইহাদিগের মধ্যে কোন জাতিই বিদেশ হইতে আগমন করে নাই, সমুদায় জাতিই প্রথমাবধি এদেশে বাস করিতেছে, ভারতবর্ষই তাহাদিগের উৎপত্তিস্থান। ভারত-বর্ষীয়েরা কখনও বিদেশ হইতে আপনাদিগের মধ্যে কোনও উপনিবেশ গ্রহণ করে নাই, বা বিদেশে কোনও উপনিবেশ স্থাপন করে নাই। প্রবাদ আছে, প্রাচীনতম কালে এদেশের অধিবাসিগণ গ্রীকদিগের ন্যায় স্বচ্ছন্দ ভূমিজাত ফল দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত, ও বন্য পশুর চর্ম পরিধান করিত। যেমন গ্রীসে তেমনি এদেশে শিল্প ও জীবিকানির্বাহের উপযোগী অন্যান্য উপকরণ ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হইয়াছে। অভাবই মানবকে এই সকল আবিষ্কার করিতে শিক্ষা দিয়াছে; কারণ মানবের হস্ত তাহার পরম সহায়, এবং তাহার জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে।

ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ একটি উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম প্রদান করা কর্তব্য। তাঁহারা বলেন, অতি প্রাচীনকালে ভারতবাসিগণ গ্রামে বাস করিত; সেই সময়ে ডায়োনীসস পশ্চিম দেশ হইতে বিপুল সেনাবল লইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। তখন তাঁহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে, এমন কোনও উল্লেখযোগ্য নগর বর্তমান ছিল না; এজন্য তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ বিমর্দিত করেন। কিন্তু প্রচণ্ড গ্রীষ্ম উপস্থিত হওয়াতে সেনাদলমধ্যে মহামারী আরম্ভ হইল, এবং দলে দলে সৈন্যগণ আক্রান্ত হইতে লাগিল; এজন্য এই প্রতিভাসম্পন্ন সেনানায়ক সমতল ভূমি ত্যাগ করিয়া পর্বতোপরি শিবির স্থাপন করিলেন। তথায় সৈন্যগণ শীতল বায়ু সেবন করিয়া ও নির্ঝরিণীনিঃসৃত স্রোতস্বিনীর নির্মল জল পান করিয়া শীঘ্রই রোগমুক্ত হইল। পর্বতের যে ভাগে ডায়োনীসস সৈন্যগণের আরোগ্য সম্পাদন করেন তাহা মীরস (মেরু) নামে অভিহিত

হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহ যে এইজন্যই গ্রীকদিগের মধ্যে বংশপরম্পরা-ক্রমে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে দেব ডায়োনীসস জানু (মীরস) হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বৃক্ষলতা রোপণে মনোনিবেশ করেন এবং ভারতবাসীদিগকে মদ্য ও জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তু প্রস্তুত করিবার সংকেত শিক্ষা দেন। তিনি গ্রামসমূহ সুগম স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া বৃহৎ বৃহৎ নগর স্থাপন করেন। জনসাধারণকে দেবপূজা শিক্ষা দেন; এবং শাসনতন্ত্র ও বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে বহু শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠাননিবন্ধন তিনি দেবতা বলিয়া গৃহীত হন এবং অমরোচিত সম্মান লাভ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে আরও জনশ্রুতি আছে যে, তিনি যুদ্ধযাত্রাকালে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং দুন্দুভি ও করতাল-ধ্বনির সহিত সৈন্যদিগকে রণসজ্জায় সজ্জিত করিতেন; কারণ তখনও শিঙ্গা আবিষ্কৃত হয় নাই। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে বায়ান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়া বার্ধক্যবশত পরলোকগমন করেন। তাঁহার পর তদীয় পুত্রগণ রাজ্যলাভ করেন, এবং যুগযুগান্তরের জন্য সন্তান-সন্ততিগণকে উহা প্রদান করিয়া যান। অবশেষে, বহু বংশের আবির্ভাব ও তিরোভাবের পরে ইহাদিগের হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হয় ও এই রাজ্যে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতবর্ষে যাহারা পার্বত্যপ্রদেশে বাস করে তাহাদিগের মধ্যে ডায়োনীসস ও তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ সম্বন্ধে উক্তরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। তাহারা আরও বলে যে হীরাক্লীস (বা হার্কুলীস) ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীসে যেমন হীরাক্লীসের হস্তে গদা ও পরিধানে সিংহচর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষেও সেইরূপ পরিলক্ষিত হয়। তিনি দৈহিক বল ও বীরত্বে সমুদায় মানবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কৃপায় জল ও স্থল হিংস্র জন্তু হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্মুক্ত হইয়াছিল। তিনি বহু রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া অনেক পুত্র লাভ করেন,

কিন্তু কন্যা একটি বৈ হয় নাই। পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সমগ্র ভারতবর্ষ সমান অংশে বিভক্ত করিয়া তিনি এক এক জনকে এক এক অংশের রাজত্ব প্রদান করেন এবং কন্যাকেও লালনপালন করিয়া এক রাজ্যের অধিশ্বরী করিয়া যান। তিনি বহুসংখ্যক নগর প্রতিষ্ঠা করেন, তন্মধ্যে পাটলিপুত্র (Palibothra) সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও বৃহৎ। তিনি এই নগরে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সৌধমালা নির্মাণ করেন ও বিপুল জনমণ্ডলী স্থাপিত করেন। তিনি বড় বড় পরিখা খনন করিয়া নগরটি সুরক্ষিত করেন। নদীজলে পরিখাগুলি নিয়ত পূর্ণ থাকিত। এই সকল কারণে হীরাক্লীস মর্ত্যধাম হইতে প্রস্থান করিলে অমরোচিত সম্মান লাভ করেন। তাঁহার বংশধরগণ অনেকপুরুষ রাজত্ব করেন। তাঁহারা অনেক স্মরণীয় কর্ম সম্পাদন করিয়া কীর্তিলাভ করেন, কিন্তু কখনও ভারতবর্ষের বাহিরে যুদ্ধযাত্রা করেন নাই কিংবা বিদেশে কোনও উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই। অবশেষে বহুযুগ পরে অধিকাংশ নগরে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়—যদিও সেকেন্দর সাহার ভারতাক্রমণ পর্যন্ত কোনও কোনও নগরে রাজতন্ত্র বর্তমান ছিল। ভারতবাসীদিগের মধ্যে যে সকল বিধি বর্তমান আছে তন্মধ্যে প্রাচীন ঋষিগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট একটি বিধি সর্বাপেক্ষা প্রশংসাযোগ্য। এদেশের একটি বিধান এই যে কেহই কখন ক্রীতদাস বলিয়া পরিগণিত হইবে না; সকলেই স্বাধীন, সুতরাং সকলেরই স্বাধীনতায় অধিকার তুল্য সম্মান প্রাপ্ত হইবে। কারণ যাহারা গর্বভরে অপরের সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করে না কিংবা অপরের পদলেহন করে না তাহারাই সেই প্রকার জীবন যাপনের অধিকারী, যাহা সম্পূর্ণরূপে সমুদায় অবস্থার উপযোগী। যে বিধান সকলে সমভাবে পালন করিতে বাধ্য, কিন্তু অসমান ধনবিভাগের অনুকূল, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট।

ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসিবৃন্দ সাত জাতিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে

প্রথম জাতি পণ্ডিতগণ (Philosophoi, sophistai)। তাঁহারা অবশিষ্ট জাতিসমূহ হইতে সংখ্যায় ন্যূন হইলেও মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদিগকে কোনও প্রকার রাজকীয় কার্য সম্পাদন করিতে হয় না; সুতরাং তাঁহারা কাহারও প্রভু বা ভৃত্য নহেন। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে জীবিতকালে যে সকল যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হয় সে সমুদায় ও পরলোকগত ব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান তাঁহারাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন; কারণ তাঁহারা দেবতাদিগের অতি প্রিয়; এবং পরলোক সম্বন্ধেও তাঁহাদিগের সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞান আছে। এই সকল অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য তাঁহারা প্রচুর সম্মান ও মহামূল্য উপহার প্রাপ্ত হন। তাঁহারা জনসাধারণেরও যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা বর্ষারম্ভে মহতী সভায় সমবেত হইয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে অনাবৃষ্টি, বর্ষা, সুবাতাস, ব্যাধি ও শ্রোতৃবর্গের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় গণনা করিয়া বলিয়া দেন। সুতরাং রাজা ও প্রজা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া পূর্ব্বেই অভাবের জন্য সুব্যবস্থা ও অন্যান্য আবশ্যক বিষয়ের যথাবিহিত প্রতীকার করিতে সমর্থ হন। যে পণ্ডিত ভবিষ্যৎ গণনায় ভ্রম করেন তাঁহাকে আর কোনও দণ্ড ভোগ করিতে হয় না; কেবল তিনি জনসমাজে নিন্দিত হন ও অবশিষ্ট জীবনের জন্য তাঁহাকে মৌনব্রত অবলম্বন করিতে হয়।

দ্বিতীয় জাতি কৃষকগণ। ইহারা সংখ্যায় অপরাপর জাতি অপেক্ষা অধিক। ইহাদিগকে যুদ্ধ বা অপর কোনও রাজকীয় কার্য করিতে হয় না; সুতরাং ইহাদিগের সমুদায় সময়ই কৃষিকার্যে নিয়োজিত হয়। অরিগণ ক্ষেত্রে কৃষিনিরত কৃষকের সন্নিহিত হইলেও তাহার কোনও অনিষ্ট করে না। সাধারণের হিতকারী বলিয়া কৃষক সর্ববিধ অনিষ্ট হইতে সুরক্ষিত। সুতরাং শস্যক্ষেত্রের কোনও ক্ষতি না হওয়াতে উহা অপর্যাপ্ত শস্য প্রদান করে, এবং যাহা কিছু মানবের সুখের পক্ষে

প্রয়োজনীয় অধিবাসিগণ সে সমুদায়ই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হয়। কৃষকগণ স্ত্রী পুত্র লইয়া গ্রামে বাস করে, কখনও নগরে গমন করে না। তাহারা রাজাকে কর প্রদান করে, কারণ সমগ্র ভারতভূমি রাজার সম্পত্তি, প্রজাসাধারণের ভূমিতে কোনও স্বত্ব নাই। কর ভিন্ন তাহারা উৎপন্ন দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ রাজকোষে প্রদান করে।

তৃতীয় জাতি গোপাল ও মেষপাল, এবং মোটামুটি সেই রাখাল জাতি, যাহারা কখনও গ্রামে বা নগরে বাস করে না, কিন্তু সমস্ত জীবন শিবিরে যাপন করে। ইহারা পশু-পক্ষী শিকার ও জীবিতাবস্থায় ধৃত করিয়া দেশকে আপন্মুক্ত রাখে। ভারতবর্ষ সর্ব্বপ্রকার বন্য পশু পক্ষীতে পরিপূর্ণ। পক্ষী সকল কৃষকগণের বীজ উদরসাৎ করে। ব্যাধগণ অশেষ শ্রমসহকারে শিকারে নিযুক্ত থাকিয়া ভারতবর্ষকে এই সকল আপদ হইতে রক্ষা করে।

শিল্পিগণ চতুর্থ জাতি। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করে, কেহ কেহ কৃষকগণ ও অপরের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে নিযুক্ত থাকে। ইহারা তো কোনও প্রকার কব প্রদান করেই না; অধিকন্তু রাজকোষ হইতে ভরণ পোষণের ব্যয় প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চম জাতি যোদ্ধগণ। ইঁহারা সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই জাতি যুদ্ধার্থ সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত, কিন্তু ইঁহারা শান্তির সময় কেবল আলস্যে ও আমোদ-প্রমোদে কাল হরণ করেন। সৈন্য, যুদ্ধাশ্ব ও যুদ্ধের হস্তী—এ সমুদায়েরই ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়।

ষষ্ঠ জাতি অমাত্য বা মহামাত্র। ইঁহাদিগকে দেশের সমুদায় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া রাজার নিকটে, এবং যে রাজ্যের রাজা নাই সেখানে শাসনকর্তাদিগকে তাহার বিবরণ প্রদান করিতে হয়।

সপ্তম জাতি মন্ত্রী। ইঁহারা মন্ত্রণা-সভায় মিলিত হইয়া রাজ্য সম্বন্ধে

মন্ত্রণা করিয়া থাকেন। ইঁহারা সংখ্যায় অপর সমুদায় জাতি অপেক্ষা ন্যূন; কিন্তু বংশমর্যাদা ও জ্ঞানে সর্বাপেক্ষা সম্মানার্হ। কারণ ইঁহাদিগের মধ্য হইতেই রাজমন্ত্রী, কোষাধ্যক্ষ ও বিবাদ মীমাংসার জন্য বিচারক নিযুক্ত হন, এবং সাধারণত সেনাপতি ও শাসনকর্তৃগণও এই জাতিভুক্ত।

মোটামুটি ভারতীয় রাজ্যের অধিবাসিগণ এই সাত জাতিতে বিভক্ত। এক জাতির লোক অপর জাতিতে বিবাহ করিতে পারে না কিংবা অপর জাতির শিল্প-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না। যেমন, যোদ্ধা কৃষিকার্য করিতে পারে না; অথবা শিল্পী ব্রাহ্মণের ন্যায় জ্ঞান-চর্চা করিতে পারে না।

ভারতবর্ষে অগণ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী আছে—তাহারা আকার ও বলে সুবিখ্যাত। ইহারা ঘোটক ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় সন্তান উৎপাদন করে—এ বিষয়ে যে বিশেষত্ব আছে বলিয়া শুনা যায় তাহা ঠিক নহে। হস্তিনী ন্যূনকল্পে ষোড়শ ও খুব অধিক হইলে অষ্টাদশ মাস গর্ভ ধারণ করে। ঘোটকীর ন্যায় হস্তিনীও সাধারণত একটি সন্তান প্রসব করে ও তাহাকে ছয় বৎসর স্তন্যদান করে। অধিকাংশ হস্তী অতি দীর্ঘায়ু মনুষ্যের ন্যায় সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকে। কিন্তু যাহাদের পরমায়ু অত্যন্ত অধিক তাহারা দুই শত বৎসর বাঁচে।

ভারতবাসীরা বিদেশাগত ব্যক্তিদিগের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করেন ও সর্বদা দৃষ্টি রাখেন, যাহাতে তাহাদিগের প্রতি কোনও অত্যাচার না হয়। কোনও বৈদেশিক লোক পীড়িত হইলে তাঁহারা তাহার জন্য চিকিৎসক প্রেরণ করেন ও অন্যান্য প্রকারে তাহার যত্ন করিয়া থাকেন; এবং সে পরলোকগমন করিলে তাহার মৃতদেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাহার আত্মীয়গণের নিকট পাঠাইয়া দেন। যে সকল বিবাদে

বৈদেশিকগণের সংস্রব আছে বিচারকগণ অতি সূক্ষ্ম ন্যায়পরায়ণতার সহিত তাহার মীমাংসা করিয়া থাকেন এবং কেহ তাহাদিগের সহিত অন্যায় ব্যবহার করিলে তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করেন। [ভারতবর্ষ ও তাহার পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল আমাদের অভিপ্রায়ের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।]

আরিয়ান

ভারতবর্ষের সীমা

যে দেশ সিন্ধুর পূর্বে অবস্থিত আমি তাহাকেই ভারতবর্ষ ও তাহার অধিবাসীদিগকে ভারতবাসী (Indoi) বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। ভারতবর্ষের উত্তর সীমা টরস পর্বত, কিন্তু এই দেশে উহা টরস নামে অভিহিত হয় না। এই পর্বতশ্রেণী পাম্ফিলিয়া, লাইকিয়া ও কিলি-কিয়া দেশের সমুদ্র হইতে আরম্ভ হইয়া সমগ্র এসিয়া ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া পূর্বমহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।* বিভিন্ন দেশে ইহা বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক দেশে ইহার নাম পরপমিসস (Paropamisos), আর এক দেশে হিমোডস (Hemodos—হিমদ অর্থাৎ হিমালয়)। অন্য এক স্থানে ইহা হিমায়স (Hemaos) নামে আখ্যাত হইয়াছে, এবং বোধ হয় ইহার আরও বিভিন্ন নাম আছে। যে সকল মাকেদনীয় সেকেন্দরের সহিত দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিল তাহারা ইহাকে কৌকেসস নামে অভিহিত করিয়াছে। ইহা আর এক কৌকেসস—স্কাইথিয়া দেশীয় কৌকেসস নহে। ইহা হইতেই এই জনশ্রুতির উৎপত্তি হইয়াছে যে

* কালিদাস হিমালয়ের ঠিক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য। স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥

সেকেন্দর কৌকেসসের পরপারে গমন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমায় বরাবর সমুদ্র পর্য্যন্ত সিন্ধু নদ। ইহা দুই মুখে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু ডানিয়ুব নদীর পঞ্চ মুখের ন্যায় এই দুই মুখ পরস্পরের নিকটবর্ত্তী নহে। উহারা নীল নদের মুখগুলির ন্যায়, যদ্দারা ঈজিপ্টের ব-দ্বীপ সৃষ্টি হইয়াছে। সিন্ধুও এই রূপ ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে। উহা ঈজিপ্ট হইতে ক্ষুদ্র নহে। ভারতীয় ভাষাতে ইহার নাম পট্টল। ভারতবর্ষের দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে পূর্ব্বোল্লিখিত মহাসমুদ্র এবং উহাই ঐ দেশের পূর্ব সীমা।

ষ্ট্রাবো

ভারতবর্ষের উর্বরতা

ভারতবর্ষে বৎসরে দুই বার ফল-শস্য উৎপন্ন হয়; ইহা দ্বারা মেগাস্থেনীস ঐ দেশের উর্বরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। [এরাটস্থেনীসও এইরূপ বলেন। তিনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে শীত ও গ্রীষ্ম এই দুই ঋতুতে শস্য উপ্ত হয় এবং এই দুই ঋতুতেই বৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, এমন বৎসর দেখা যায় না, যাহাতে শীত ও গ্রীষ্ম, উভয় ঋতুই বৃষ্টিহীন। সুতরাং (প্রতি-বৎসরই) প্রচুর শস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ ভূমি কখনও অনুর্বর হইতে পারে না। তৎপর, বৃক্ষে যথেষ্ট ফল উৎপন্ন হয়; এবং তরুলতার মূল—বিশেষতঃ দীর্ঘ নলের মূলগুলি—স্বভাবতই মিষ্ট, সিদ্ধ করিলেও মিষ্ট; কারণ তাহারা বৃষ্টিধারা বা নদীজল হইতে যে রস গ্রহণ করে, তাহা সূর্য-কিরণে উত্তপ্ত হয়। এরাটস্থেনীস এস্থলে একটি বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অন্যান্য জাতির মধ্যে যাহা ফল ও রসের "পরিপক্বতা" বলিয়া অভিহিত ভারতবর্ষীয়েরা তাহাকে "পাক" (বা রন্ধন) বলে;

কারণ অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে (রস) যেমন মিষ্ট হয় ইহাতেও তাহাই হয়। তিনি আরও বলেন, উপর্যুক্ত কারণেই বৃক্ষশাখাগুলি এমন নমনীয়; উহা দ্বারা চক্র নির্মিত হয়, এবং ঐ কারণেই একজাতীয় বৃক্ষে পশম শোভা পায়।*]

ষ্ট্রাবো (১৫।১।১৩) ৬৯০ পৃষ্ঠায় এরাটস্থেনীস হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

এরাটস্থেনীস বলেন, ভারতবর্ষে অসংখ্য নদনদী হইতে বাষ্প উত্থিত হইতেছে এবং সংবৎসর ব্যাপিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; এজন্য উহা গ্রীষ্মকালীন বারিপাত দ্বারা সিক্ত ও সমতল ভূমি জলপ্লাবিত হয়। এই বৃষ্টিপাত কালে শন, তিসি, চীনা, যোয়ার, তিল, ধান্য, বস্পরম্ প্রভৃতি উপ্ত হয়, এবং শীতকালে গোধূম, যব ডাল ও আমাদিগের নিকট অপরিচিত অন্যান্য আহার্য্য ফল-শস্য উপ্ত হয়।

ষ্ট্রাবো

ভারতবর্ষের কতিপয় বন্য জন্তু

মেগাস্থেনীস বলেন, প্রাচ্যগণের দেশে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাঘ্র দৃষ্ট হয়। উহারা আয়তনে সিংহের প্রায় দ্বিগুণ এবং এরূপ বলবান্ যে একটি পালিত ব্যাঘ্র চারি জন লোক কর্তৃক নীত হইবার সময় একটি অশ্বতরকে পশ্চাতের পদ দ্বারা ধরিয়া তাহাকে পরাভূত করিয়া নিজের নিকটে টানিয়া লইয়া আসিয়াছিল। বানরগুলি খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুকুর অপেক্ষাও বড়; তাহাদিগের মুখ ভিন্ন সর্বাঙ্গ সাদা; মুখ কৃষ্ণবর্ণ,

* হিরডটসও তাঁহার ইতিহাসের একস্থানে লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে একজাতীয় বৃক্ষে পশম উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য, কার্পাস সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

কিন্তু অন্যত্র অন্য প্রকারও দেখা যায়। তাহাদিগের লাঙ্গুল দুই হস্তের অধিক দীর্ঘ। তাহারা হিংস্র নহে, এবং অতি সহজেই পোষ মানে; সুতরাং তাহারা কাহাকেও আক্রমণ করে না বা চুরি করে না। এদেশে খনি হইতে এক প্রকার প্রস্তর উত্তোলিত হয়, তাহার রং ধুনার মত, এবং তাহা ফিগ্ নামক ফল ও মধু অপেক্ষাও মিষ্ট। কোন কোন স্থানে দুই হস্ত দীর্ঘ সর্প দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের বাদুড়ের মত পাতলা চামড়ার পাখা আছে। ইহারা রাত্রিকালে উড়িয়া বেড়ায়, তখন ইহারা বিন্দু বিন্দু মূত্র নিঃসরণ করে, উহা কোনও অসতর্ক ব্যক্তির গাত্রে পতিত হইলে দুর্গন্ধ ক্ষত উৎপন্ন হয়। এদেশে অত্যন্ত বৃহৎ পক্ষযুক্ত বৃশ্চিকও আছে। এখানে আবলুস বৃক্ষ জন্মে। ভারতে অতিশয় বলবান্ ও সাহসী কুকুর আছে—উহারা কাহাকেও কামড়াইয়া ধরিলে যতক্ষণ না নাসারন্ধ্রে জল ঢালিয়া দেওয়া যায় ততক্ষণ কিছুতেই ছাড়ে না। ইহারা এমন ব্যগ্রভাবে কামড়াইয়া ধরে যে কাহারও চক্ষু বিকৃত হইয়া যায়, কাহারও বা চক্ষু ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। একটা কুকুর একটি সিংহ ও একটি বৃষকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছিল। বৃষটিকে মুখে ধরিয়াছিল এবং কুকুরটিকে ছাড়াইয়া দিবার পূর্বেই উহা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এলিয়ান

কতিপয় ভারতীয় বন্য জন্তু

শুনা যায়, ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে (আমি অভ্যন্তর-স্থিত প্রদেশসমূহের কথা বলিতেছি) দুরারোহ ও বন্যজন্তুসমাকীর্ণ শৈলমালা আছে। উহাতে আমাদের দেশে যে সকল জন্তু দৃষ্ট হয় তাহাও আছে, কিন্তু তাহারা বন্য। কারণ আমরা শুনিতে পাই, তথায়

মেষও বন্য; তদ্ভিন্ন কুকুর ও ছাগ ও বৃষ স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে বিচরণ করে—তাহারা মেষপাল বা গোপালের শাসন কাহাকে বলে জানে না। তাহারা সংখ্যায় গণনাতীত—ইহা কেবল উক্ত দেশ সম্বন্ধীয় লেখকগণের উক্তি নহে, কিন্তু তদ্দেশীয় পণ্ডিতগণও এইরূপ বলিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ পণ্ডিতগণের মধ্যে গণ্য হইবার উপযুক্ত; ইঁহারাও এই সকল বিষয়ে একমত। জনশ্রুতি এই যে ভারতবর্ষে এক প্রকার একশৃঙ্গ জন্তু আছে, ভারতবাসীরা তাহাকে কর্তাজোন (Kortazon) বলে। এই জন্তু পূর্ণাবয়ব ঘোটকের ন্যায় বৃহৎ। ইহার শিখা ও পীতবর্ণ কোমল রোম আছে। ইহার পদগুলি অত্যুৎকৃষ্ট এবং ইহা অত্যন্ত দ্রুতগামী। ইহার পদগুলি সন্ধিবিহীন, হস্তীর পদের ন্যায় গঠিত; লাঙ্গুল শূকরের মত। ইহার ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে শৃঙ্গ উৎপন্ন হয়। উহা সরল নহে, কিন্তু অতি স্বাভাবিক কুণ্ডলাকারে আবর্তিত এবং কৃষ্ণবর্ণ। প্রবাদ এই যে, এই শৃঙ্গ অতিশয় তীক্ষ্ণ। আমি শুনিয়াছি যে, ইহার রব সর্বাপেক্ষা কর্কশ ও উচ্চ। ইহা অপর জন্তুকে আপনার নিকট আসিতে দেয়, তাহাদিগের পক্ষে ইহা শান্ত। কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়, এই জন্তু স্বগোত্রের সহিত বিলক্ষণ কলহপরায়ণ। পুংজাতীয় জন্তুগুলি শৃঙ্গে শৃঙ্গে সংঘর্ষণ করিয়া যে কেবল পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহা নহে, কিন্তু স্ত্রীজাতীয় জন্তুগুলির সহিতও যুদ্ধের আগ্রহ প্রকাশ করে। ইহাদিগের যুদ্ধপ্রিয়তা এত অধিক যে পরাজিত প্রতিপক্ষ হত না হওয়া পর্যন্ত ইহারা কিছুতে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না। ইহার দেহের সমস্তই অত্যন্ত বলশালী, কিন্তু শৃঙ্গের শক্তি অপরাজেয়। ইহা নির্জনে আহার ও একাকী বিচরণ করিতে ভালবাসে। সঙ্গমেচ্ছাকালে ইহা স্ত্রীজাতীয় জন্তুর সহিত শান্ত ব্যবহার করে, এমনকি তখন ইহারা একত্র আহার-বিহার করে। কিন্তু এই কাল অতীত ও স্ত্রী-কর্তাজোন গর্ভবতী

হইলে পুং-কর্তাজোন পুনরায় হিংস্রস্বভাব হয় ও নির্জনতা অন্বেষণ করে। শুনা যায়, ইহাদিগের শাবকগুলি অতি শৈশবে প্রাচ্যগণের রাজার নিকট আনীত হয় ও আড়ম্বরপূর্ণ মহোৎসবে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে নিয়োজিত হয়। প্রাপ্তবয়স্ক জন্তু কখনও ধৃত হইয়াছে বলিয়া কাহারও স্মরণ হয় না।

শুনা যায়, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরস্থিত প্রদেশের সীমাস্থিত পর্বত উত্তীর্ণ হইলে বনাকীর্ণ খাত দৃষ্ট হয়; ভারতবাসীরা ঐ অঞ্চলকে করূদ (Korouda) বলে। এই খাতগুলিতে সাটীরের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট একপ্রকার জন্তু বাস করে। ইহাদিগের দেহ কর্কশ রোমাবৃত, এবং কটিদেশ হইতে ঘোটকের মত লাঙ্গুল বাহির হইয়াছে। উত্যক্ত না হইলে ইহারা গুল্মবনে বাস করে ও বন্য ফল আহার করিয়া প্রাণধারণ করে; কিন্তু শিকারীর হুংকার ও কুকুরের চীৎকার শুনিবামাত্রই ইহারা অসম্ভব দ্রুতগতিতে উচ্চস্থানে আরোহণ করে, কারণ ইহারা পর্বতা-রোহণে অভ্যস্ত। ইহারা প্রস্তর গড়াইয়া আক্রমণকারীর সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করে এবং বহু জনকে প্রস্তরাঘাতে হত করে। ইহাদিগকে ধৃত করাই অত্যন্ত কঠিন। শুনা যায় যে, দীর্ঘকাল ব্যবধানে বহু কষ্টে ধৃত হইয়া কয়েকটি জন্তু প্রাচ্যগণের নিকট আনীত হইয়াছিল; কিন্তু এগুলি হয় পীড়িত ছিল, নতুবা গর্ভবতী স্ত্রীজাতীয় জন্তু ছিল; সুতরাং যেগুলি পীড়িত সেগুলিকে পীড়ানিবন্ধন ও যেগুলি গর্ভবতী সেগুলিকে গর্ভভারবশত ধৃত করা সম্ভব হইয়াছিল।

ষ্ট্রাবো

পাটলিপুত্র নগর

মেগাস্থেনীস বলেন, গঙ্গার বিস্তার গড়ে এক শত ষ্টাডিয়ম ও সর্বন্যূন গভীরতা এক শত ফুট।

গঙ্গা ও অপর একটি নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্র (Palibothra) অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য আশী ষ্টাডিয়ম ও বিস্তার পনর ষ্টাডিয়ম। ইহার আকার সমান্তরাল ক্ষেত্রের ন্যায়। ইহা চতুর্দিকে কাষ্ঠময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, উহাতে তীর নিক্ষেপের জন্য রন্ধ্র আছে। ইহার সম্মুখে নগর রক্ষা ও উহার দূষিত জল গ্রহণের উদ্দেশ্যে পরিখা রহিয়াছে। যে জাতির রাজ্যে এই নগর অবস্থিত তাহা ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ; উহার নাম প্রাচ্য (Prasioi)। ইহার রাজাকে স্বীয় বংশের নাম ভিন্ন পাটলিপুত্র নামও গ্রহণ করিতে হয়। যেমন, চন্দ্রগুপ্তকে এই নাম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল ;—মেগাস্থেনীস ইহারই নিকট দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। [পার্থিয়ানদিগের মধ্যেও এইরূপ প্রথা আছে ; কারণ সকলের নামই আর্সাকাই (Arsakai), যদিচ প্রত্যেকরই বিশেষ বিশেষ নাম আছে ; যথা—অরোডীস (Orodes), ফ্রাটীস (Phraates), অথবা অপর কিছু।]

তৎপর নিম্নোদ্ধৃত স্থল :—

[সকলেই বলেন যে হাইপানিসের পরে সমুদায় দেশ অত্যন্ত উর্বর ; কিন্তু এ বিষয়ের সূক্ষ্ম রূপে অনুসন্ধান হয় নাই। অজ্ঞতা ও দূরত্ব, এই উভয় কারণ বশত এই ভূভাগ সম্বন্ধে সমস্ত বর্ণনাই অত্যুক্তিপূর্ণ, কিংবা অত্যদ্ভুত রূপে অনুরঞ্জিত। যেমন, স্বর্ণখননকারী পিপীলিকা, বিচিত্র আকারের অদ্ভুতশক্তিবিশিষ্ট মানুষ ও অন্যান্য জন্তুর উপাখ্যান। তাহার দৃষ্টান্ত এই। শুনা যায় সীর (Seres) জাতি এমন দীর্ঘজীবী যে

তাহারা দুই শত বৎসরের অধিক কাল জীবিত থাকে। আরও শুনা যায় যে (এই ভূখণ্ডে) অভিজাতবর্গ দ্বারা গঠিত এক রাষ্ট্রতন্ত্র আছে, উহার পাঁচ শত সদস্য। সদস্যগণের প্রত্যেকে ঐ রাজ্যকে এক একটি হস্তী প্রদান করেন।]

মেগাস্থেনীস বলেন যে প্রাচ্যগণের দেশেই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাঘ্র দৃষ্ট হয়। ইত্যাদি।

আরিয়ান

পাটলিপুত্র। ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার

এই প্রকারও কথিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা পরলোকগত ব্যক্তি-দিগের উদ্দেশ্যে কোনও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে না। তাহারা মনে করে, মানুষের গুণ ও যে সকল সঙ্গীতে তাহাদিগের কীর্তি গীত হয় তাহাই মৃত জনের স্মৃতিরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। শুনা যায় যে ভারতবর্ষে নগরের সংখ্যা এত অধিক যে উহা নিশ্চিতরূপে গণনা করা যায় না; কিন্তু যে সকল নগর নদীতীরে কিংবা সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত তাহা কাষ্ঠনির্মিত, কারণ ইষ্টকনির্মিত হইলে উহা অল্পদিন স্থায়ী হয়, যেহেতু বর্ষাপাত অত্যন্ত প্রবল; এবং নদী সকলের জলরাশি দুকূল প্লাবিত করিয়া সমতল ভূমি নিমজ্জিত করে। কিন্তু যে সমুদায় নগর উচ্চ ভূমিতে ও উন্নত শৈলোপরি প্রতিষ্ঠিত তাহা ইষ্টক ও কর্দমনির্মিত। ভারতবর্ষে পাটলি-পুত্র (Palibothra) নামক নগর সর্বশ্রেষ্ঠ; উহা প্রাচ্য-রাজ্যে, হিরণ্যবাহ নদ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গঙ্গা ভারতীয় নদীসমূহের মধ্যে সর্বপ্রধান। হিরণ্যবাহ বোধ হয় তৃতীয় স্থানীয়, কিন্তু অন্য দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী অপেক্ষাও বৃহৎ। কিন্তু উহা যে স্থলে গঙ্গায় পতিত হইয়াছে তথায় ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। মেগাস্থেনীস আরও বলেন

যে এই নগরের যে ভাগে লোকের বসতি তাহার উভয় দিকে সর্বাধিক দৈর্ঘ্য আশী ষ্টাডিয়ম এবং বিস্তার পনর ষ্টাডিয়ম। এই নগর চতুর্দিকে পরিখাবেষ্টিত; পরিখার বিস্তার ছয় শত ফুট ও গভীরতা ত্রিশ হাত। নগর-প্রাচীরের পাঁচ শত সত্তর বুরুজ ও চৌষট্টি দ্বার। তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই একটি আশ্চর্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন যে ভারতবাসিগণ সকলেই স্বাধীন, কেহই ক্রীতদাস নহে। [স্পার্টান ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে এ বিষয়ে ঐক্য আছে; কিন্তু স্পার্টাবাসীরা হীলটদিগকে ক্রীতদাস রূপে ব্যবহার করে, এবং তাহারা যাবতীয় দাসের কার্য্য সম্পাদন করে। ভারতবর্ষে ভিন্নদেশীয় দাসও নাই, ভারতবর্ষীয় দাস ত দূরের কথা।]

ষ্ট্রাবো

ভারতবাসীদিগের আচার-ব্যবহার

ভারতবাসিগণ সকলেই আহার সম্বন্ধে মিতাচারী—বিশেষত শিবিরে। তাহারা বিপুল জনসংঘ ভালবাসে না, এজন্য তাহাদের জীবন সুসংযত ও সুশৃঙ্খল। চৌর্য অত্যন্ত বিরল। মেগাস্থেনীস লিখিয়াছেন যে, যাহারা চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে বাস করিয়াছিলেন (উহাতে চারি লক্ষ লোক অবস্থিতি করিত) তাঁহারা বলেন, ঐ শিবিরে কোন দিনই ত্রিশ মুদ্রার (Drachma) অধিক মূল্যের বস্তু অপহৃত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। ভারতবর্ষে লিখিত বিধির ব্যবহার নাই—তাহাতেই এইরূপ। ভারতবাসীরা লিখিতে জানে না, সুতরাং সমস্ত কার্যেই তাহাদিগকে স্মৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। তথাপি তাহারা সরলচিত্ত ও মিতাচারী বলিয়া সুখেই কালযাপন করে। তাহারা এক

যজ্ঞের সময় ভিন্ন আর কখনও মদ্যপান করে না। তাহারা যে মদ্য পান করে তাহা যব হইতে প্রস্তুত নহে, অন্ন হইতে প্রস্তুত।

তাহাদিগের প্রধান খাদ্য অন্নব্যঞ্জন। তাহাদিগের বিধি ও পরস্পরের প্রতি অঙ্গীকার সমুদায়ই সরল; তাহার প্রমাণ এই যে তাহারা কখনও রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করে না। তাহারা যাহা গচ্ছিত বা আবদ্ধ রাখে তৎসম্পর্কে কোনও অভিযোগ করিতে হয় না। তাহা-দিগের সাক্ষী কিংবা মোহরের আবশ্যক হয় না, কিন্তু তাহারা পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়াই বস্তু গচ্ছিত রাখে। তাহাদিগের গৃহ সচরাচর অরক্ষিত থাকে। এ সমস্তই সুসংযত বুদ্ধিসঙ্গত। কিন্তু অপর কতকগুলি বিষয়ের অনুমোদন করা যায় না। যেমন, তাহারা আজীবনই একাকী ভোজন করে; দিবসে কিংবা রাত্রিতে এমন কোনও নির্দিষ্ট সময় নাই যখন সকলে মিলিত হইয়া ভোজন করিতে পারে। কিন্তু যখন যাহার ইচ্ছা তখন সে আহার করে। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে ইহার বিপরীত নিয়মই শ্রেষ্ঠ।

শরীর ঘর্ষণপূর্ব্বক ব্যায়ামই ভারতবাসীদিগের বিশেষ প্রিয়। ইহা নানা রূপে সম্পন্ন হয়; তন্মধ্যে মসৃণ হস্তিদন্তের দণ্ড ঘর্ষণ করিয়া ত্বক্ মসৃণ করিবার প্রণালী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহাদিগের সমাধি-স্থান অলংকৃত ও মৃতদেহোপরি স্থাপিত মৃত্তিকা-স্তূপ অনুচ্চ। তাহারা অন্যান্য বিষয়ে আড়ম্বরপ্রিয় নহে, কিন্তু অলংকারে সজ্জিত হইতে ভালবাসে। তাহারা স্বর্ণ ও মূল্যবান্ প্রস্তরের অলংকার ব্যবহার করে ও কৃত্রিম পুষ্পসজ্জিত মসলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। ছত্রধর তাহাদিগের অনুগমন করে। তাহারা সৌন্দর্য্যের সম্মান করে এবং সুন্দর হইবার উদ্দেশ্যে নানা উপায় অবলম্বন করে। তাহারা সত্য ও ধর্ম্মের তুল্যরূপে আদর করিয়া থাকে: এজন্য জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ না

হইলে তাহারা বৃদ্ধদিগকে বিশেষ অধিকার প্রদান করে না।* তাহারা বহুবিবাহ করিয়া থাকে এবং যুগ্ম গো বিনিময়ে পিতামাতার নিকট হইতে কন্যা গ্রহণ করে। তাহারা পত্নীগণের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও গৃহকর্মে সাহায্যের উদ্দেশ্যে এবং কাহাকে কাহাকেও সুখ ও বহু সন্তান প্রাপ্তির আশায় বিবাহ করে। তাহারা সতী হইতে বাধ্য না হইলে ব্যভিচারিণী হয়। কেহই মস্তকে মাল্যধারণ করিয়া বলিদান কিংবা যজ্ঞ সম্পাদন করে না। তাহারা বলির পশু খড়্গ দ্বারা ছেদন না করিয়া শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করে, কারণ তাহাতে পশুটি অঙ্গহীন না হইয়া সমগ্রভাবে দেবতার চরণে উৎসর্গীকৃত হয়।

যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তাহাদিগের হস্তপদ ছেদন করা হয়। যে অপরের অঙ্গ হানি করে সে কেবল সেই অঙ্গে বঞ্চিত হয় তাহা নহে, কিন্তু তাহার হস্তও ছেদন করা হইয়া থাকে। যদি কেহ কোনও শিল্পীর হস্ত কিংবা চক্ষু বিনষ্ট করে তবে সে প্রাণ হারায়। এই লেখক বলেন যে কোন ভারতবাসীই ক্রীতদাস রাখে না। [অনীসিক্রিটস বলেন যে মুষিকানস (Mousikanos) যে প্রদেশের রাজা উক্ত প্রথা সেই প্রদেশেরই বিশেষত্ব। ইত্যাদি।]

রাজার শরীর রক্ষার জন্য স্ত্রী-রক্ষী নিযুক্ত হইয়া থাকে; তাহারাও পিতামাতার নিকট হইতে ক্রীত হয়। শরীররক্ষী ও অন্যান্য সৈন্যগণ দ্বারের বাহিরে অবস্থান করে। যে স্ত্রী মদ্যাভিভূত রাজাকে হত্যা করে সে তাঁহার উত্তরাধিকারীর পত্নীরূপে গৃহীত হয়। পুত্রগণ পিতার উত্তরাধিকারী। রাজা দিবসে নিদ্রা যাইতে পারেন না; এবং

---

* ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥

মনু, ২।১৫৬।

রাত্রিতেও তাঁহাকে ষড়যন্ত্রের ভয়ে দণ্ডে দণ্ডে শয্যা পরিবর্তন করিতে হয়।

নৃপতি কেবল যুদ্ধের সময়ে রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হন, তাহা নহে; বিচারকার্য নির্বাহের জন্যও তাঁহাকে প্রাসাদ ত্যাগ করিতে হয়। তখন তিনি শেষ পর্যন্ত বিচারকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া সমস্ত দিন বিচারালয়ে অতিবাহিত করেন, এমনকি দেহ পরিচর্যার সময় উপস্থিত হইলেও নিরস্ত হন না। দণ্ড দ্বারা দেহ ঘর্ষণ করাই দেহ-পরিচর্যা। তিনি বাদানুবাদ শুনিতে থাকেন এবং চারি জন পরিচারক দণ্ড দ্বারা তাঁহার দেহ ঘর্ষণ করিতে থাকে। তিনি যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্যেও প্রাসাদের বাহিরে গমন করেন। তৃতীয়ত, মহা জাঁকজমকে শিকারের অভিপ্রায়ে তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করেন। তখন তিনি রমণীবৃন্দে বেষ্টিত হইয়া গমন করেন; রমণী-শ্রেণীর বাহিরে বর্শাধারিগণ মণ্ডলাকারে সজ্জিত থাকে। রজ্জু দ্বারা পথ চিনিতে হয়; পুরুষ, এমনকি স্ত্রীলোকও রজ্জুর মধ্যে গমন করিলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কাঁসর ও দুন্দুভি-ধারিগণ অগ্রে অগ্রে গমন করে। রাজা বেষ্টিত স্থানে শিকার করেন ও মঞ্চ হইতে তীর নিক্ষেপ করেন। নিকটে দুই তিন জন সশস্ত্র স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান থাকে। তিনি উন্মুক্ত স্থানে হস্তিপৃষ্ঠে শিকার করেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ রথে, কেহ অশ্বোপরি, কেহ বা হস্তিপৃষ্ঠে, যুদ্ধযাত্রার মত সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অবস্থান করে।*

* কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে এই বর্ণনার সমর্থন করিয়াছেন। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে বিদূষক দুষ্মন্ত সম্বন্ধে বলিতেছেন—এসো বাণাসনহত্থাহিং জবণীহিং বণপুপ্ফমালাধারিণীহিং পরিবুদো ইদো এব্ব আআচ্ছই পিঅবঅস্‌সো। (এষঃ বাণাসনহস্তাভিঃ যবনীভিঃ বনপুষ্পমালাধারিণীভিঃ পরিবৃতঃ ইতঃ এব আগচ্ছতি প্রিয়বয়স্য।)

[আমাদিগের প্রথাগুলির সহিত তুলনায় এ সমস্তই অত্যন্ত অদ্ভুত, কিন্তু নিম্নলিখিত প্রথাগুলি আরও অদ্ভুত।] মেগাস্থেনীস বলেন যে, ককেসসবাসিগণ প্রকাশ্যে স্ত্রীসঙ্গম করে ও আত্মীয়-স্বজনের দেহ ভক্ষণ করে। * এবং এক প্রকার বানর আছে, তাহারা প্রস্তর বর্ষণ করে। ইত্যাদি।

এলিয়ান

ভারতবাসিগণ কুসীদ গ্রহণ করিয়া ঋণ দিতে জানে না; ঋণ করিতেও জানে না। অপরের অপকার করা কিংবা অপকার সহ্য করা ভারতবাসীর নিয়ম নহে। এজন্য তাহারা কখনও লিখিত অঙ্গীকার-পত্রে আবদ্ধ হয় না; এবং তাহাদিগের কখনও প্রতিভূর আবশ্যক হয় না।

নিকলাস

ভারতবাসীদিগের মধ্যে যদি কেহ ঋণস্বরূপ প্রদত্ত অর্থ কিংবা অপরের নিকট গচ্ছিত দ্রব্য পুনঃপ্রাপ্ত না হয় তবে তাহার কোনও প্রতীকার নাই; অপরকে বিশ্বাস করিয়াছিল বলিয়া সে কেবল আপনাকে ধিক্কার দিতে পারে।

* হীরডটসও বলেন, প্রথমোক্ত প্রথা কালাতীয় (Calateis) ও পদয় (Padaeis) জাতি ও দ্বিতীয় প্রথা অপর কোনও ভারতীয় জাতির মধ্যে বর্তমান আছে। (৩য় ভাগ, ৩৮, ৯৯, ১০১ অধ্যায়।) মার্কো-পলো বলেন, বিন্ধ্যপর্বতবাসী কোনও জাতি আত্মীয়-স্বজনের দেহ ভক্ষণ করে, সুতরাং মনে করা যাইতে পারে মেগাস্থেনীস যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে ভারতবাসীরা বর্বর আদিম নিবাসীদিগের বর্ণনায় সমুদায় মাত্রা অতিক্রম করিত এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে।

নিকলাস

যদি কেহ কোনও শিল্পীর চক্ষু বা হস্ত নষ্ট করে তবে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। কেহ নিরতিশয় গর্হিত অপরাধ করিলে রাজা তাহার কেশ ছেদন করিতে আদেশ করেন—ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুতর দণ্ড।

আথীনেয়স

ভারতবাসীর আহারপ্রণালী

মেগাস্থেনীস "ভারত-বিবরণের" দ্বিতীয় ভাগে বলেন যে ভারতবাসিগণ যখন আহার করে, তখন প্রত্যেকের সম্মুখে ত্রিপদের মত একটা মেজ রাখা হয়; উহার উপরে স্বর্ণপাত্র স্থাপিত হয়। ঐ পাত্রে যবের ন্যায় সিদ্ধ ভাত রাখিয়া উহার সহিত ভারতীয় প্রণালীতে প্রস্তুত বিবিধ সুস্বাদু খাদ্য মিশ্রিত করা হইয়া থাকে।

ষ্ট্রাবো

অবাস্তব জাতিসমূহ *

কিন্তু উপাখ্যান বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি বলিতেছেন যে (ভারতে) পঞ্চবিঘস্ত, এমন কি ত্রিবিঘস্ত দীর্ঘ মানুষ আছে; তাহাদিগের মধ্যে

* ষ্ট্রাবো (২।১।৯।৭০ পৃঃ) বলেন—"ডীমখস ও মেগাস্থেনীস একেবারেই বিশ্বাসের অযোগ্য। ইঁহারা নানা অলৌকিক জাতির উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। কোন জাতির কর্ণ এত বৃহৎ যে তাহাতে শয়ন করা যায়, কোনটির মুখ নাই, কোনটি নাসাবর্জিত, কোনটি একচক্ষু, কোনটির পদ উর্ণনাভের পদের ন্যায়, কোনটির আঙ্গুল পশ্চাদ্দিকে। বামন ও সারসের যুদ্ধ সম্বন্ধে হোমরের যে আখ্যায়িকা আছে ইঁহারা তাহার পুনরুক্তি

কাহারও কাহারও নাক নাই, কেবল মুখের উপরে দুইটি রন্ধ্র আছে। তাহারা তদ্দ্বারা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করে। ত্রিবিঘস্ত জাতির সহিত সারসেরা যুদ্ধ করে (হোমরও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন), তিতির পক্ষীও যুদ্ধ করে, এগুলি রাজহংসের ন্যায় বৃহৎ।* ইহারা সারসদিগের ডিম্ব সংগ্রহ করিয়া বিনষ্ট করে, কারণ সারসেরা ইহাদিগেরই দেশে ডিম্ব প্রসব করে; এজন্য আর কোথায়ও সারসের ডিম্ব ও শাবক দৃষ্ট হয় না। এদেশে প্রায়শ সারস আহত হয় ও দেহে নিবদ্ধ ধাতবাস্ত্রের সূক্ষ্মাগ্র লইয়া পলায়ন করে। কর্ণপ্রাবরণ (Enoctokoitai) বনমানুষ ও অন্যান্য রাক্ষসের বৃত্তান্তও এইরূপ। † বনমানুষগুলিকে

করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন যে এই বামনেরা ত্রিবিঘস্ত দীর্ঘ ছিল। স্বর্ণখননকারী পিপীলিকা, কীলকাকার মস্তকবিশিষ্ট নরপশু (Pans), সশৃঙ্গ গো ও হরিণ উদরসাৎ করে, এই প্রকার অজগর—ইত্যাদি অনেক উপাখ্যান ইঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; অথচ এরাটস্থেনীস বলেন, ইঁহারাই এই সকল বিষয়ে একে অন্যকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।"

* ক্টীসিয়সও (ভারতবিবরণ। ১১) বলেন, বামনজাতি ভারত-বর্ষবাসী। ভারতবাসীদিগের মতে এই বামনেরা কিরাত জাতি, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে কিরাত বলিতেই বামন বুঝায়। প্রবাদ এই যে তাহারা গৃধ্র ও গরুড়ের (ঈগলের) সহিত যুদ্ধ করে, এজন্য বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের একটি নাম কিরাতাশী (১)। কিরাতগণ মঙ্গোলীয় জাতি, এজন্য ভারতবর্ষীয়েরা ইহাদিগকে মঙ্গোলীয় জাতির ন্যায় বর্ণনা করিতে যাইয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কদর্যতা অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে। 'মুখ-বিহীন' প্রভৃতি অভিধানের ইহাই মূল।—Schwanbeck.

(১) আদিপর্ব্বের ২৮ অধ্যায়ে গরুড়ের প্রতি বিনতার উক্তি—

সমুদ্রকুক্ষাবেকান্তে নিষাদালয়মুত্তমম্।
নিষাদানাং সহস্রাণি তান্ ভুক্ত্বাঽমৃতমানয়॥

† Enoctokoitai—ইহাদিগের কর্ণ এত বৃহৎ যে তাহাতে শয়ন করা যায়। মহাভারতোক্ত কর্ণপ্রাবরণ জাতি।

চন্দ্রগুপ্তের নিকটে আনিতে পারা যায় নাই, কারণ তাহারা অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া আত্মহত্যা করে। ইহাদিগের পায়ের গোড়ালি সম্মুখের দিকে, পাতা ও আঙ্গুলগুলি পশ্চাদ্দিকে।* কয়েকটা মুখবিহীন মানুষ আনীত হইয়াছিল, তাহারা শান্ত ছিল। তাহারা গঙ্গার উৎপত্তি

বশে চক্রে মহাতেজা দণ্ডকাংশ্চ মহাবলঃ।
সাগরদ্বীপবাসাংশ্চ নৃপতীন্ ম্লেচ্ছযোনিজান্।
নিষাদান্ পুরুষাদাংশ্চ কর্ণপ্রাবরণানপি।
যে চ কালমুখা নাম নররাক্ষসযোনয়ঃ॥

সভাপর্ব্ব। ৩১শ অধ্যায়, ৬৬।৬৭ শ্লোক।

ভারতবর্ষে আপামর সাধারণের বিশ্বাস এই যে বর্ব্বর জাতির কর্ণ অত্যন্ত বৃহৎ; এজন্য কর্ণপ্রাবরণ, কর্ণিক, লম্বকর্ণ, মহাকর্ণ, উষ্ট্রকর্ণ, ওষ্ঠকর্ণ, পাণিকর্ণ প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়।

ক্ষুরকর্ণী চতুষ্কর্ণী কর্ণপ্রাবরণা তথা।
চতুষ্পথনিকেতা চ গোকর্ণী মহিষাননা॥
খরকর্ণী মহাকর্ণী ভেরীস্বনমহাস্বনা।

* * *

নৌকর্ণী মুখকর্ণীচ বশিরা মস্থিনী তথা"

শল্য পর্ব্ব। ৪৬ম অধ্যায়।

অন্ধ্রাংস্তালবানংশ্চৈব কলিঙ্গান্ উষ্ট্রকর্ণিকান্।

সভাপর্ব্ব। ৩১ম অধ্যায়।

কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব বহবস্তত্র ভারত।

ঐ। ৫২ম অধ্যায়।

* ক্টীসিয়স এবং বাটোও এই জাতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা Antipodes নামে ইথিয়পীয়গণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ভারতীয় মহাকাব্যে ইহা "পশ্চাদঙ্গুলয়ঃ" নামে পরিচিত।

তত্রাদৃশ্যন্ত রক্ষাংসি পিশাচাশ্চ পৃথগ্‌বিধাঃ।
খাদন্তো নরমাংসানি পিবন্তঃ শোনিতানিচ॥

স্থলে বাস করে। তাহারা দগ্ধ মাংসের ঘ্রাণ ও ফলপুষ্পের সুগন্ধ গ্রহণ করিয়া প্রাণধারণ করে ; কারণ তাহাদিগের মুখ নাই। তৎপরিবর্তে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের রন্ধ্র আছে। তাহারা দুর্গন্ধ দ্রব্য হইতে অতিশয় ক্লেশ পায়। এজন্য তাহাদিগের পক্ষে জীবনরক্ষা করা বড়ই কঠিন, বিশেষত শিবিরে।*

অন্যান্য অলৌকিক বিষয়ের প্রসঙ্গে পণ্ডিতগণ তাঁহাকে একপাদ (Okupodas) জাতির কথা বলিয়াছিলেন, ইহারা ঘোটক অপেক্ষাও দ্রুতগামী।† তাঁহারা কর্ণপ্রাবরণগণের (Enoctokoitai) উপাখ্যানও উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইহাদিগের কর্ণ পদ পর্য্যন্ত বিলম্বিত, সুতরাং

করালাঃ পিঙ্গলা রৌদ্রাঃ শৈলদন্তা রজস্বলাঃ।
জটিলা দীর্ঘসক্থাশ্চ পঞ্চপাদা মহোদরাঃ ॥
পশ্চাদঙ্গুলয়ো রুক্ষা বিরূপা ভৈরবস্বনাঃ।
ঘণ্টাজালাববদ্ধাশ্চ নীলকণ্ঠা বিভীষণাঃ ॥
সপুত্রদারাঃ সুক্রুরাঃ সুদুর্দর্শা সুনির্ঘৃণাঃ।
বিবিধানিচ রূপাণি তত্রান্যস্ত রক্ষসাম্ ॥

মৌপ্তিকপর্ব্ব। ৮ম অধ্যায়।
১২৯—১৩২ শ্লোক।

* মুখবিহীন জাতির উল্লেখ ভারতীয় গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ব্বরজাতি-সমূহ সর্ব্বভক্ষ, বিশ্বভোজন, মাংসভক্ষক, আমিষাশী, পিশিতাশী, ক্রব্যাদ, আমভোজী প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

† একপাদ জাতি কিরাতগণের এক শাখা। টীসিয়সও ইহাদিগের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহাদিগকে "ছায়াপদ"গণের সহিত এক মনে করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন।

দ্ব্যক্ষাংস্ত্র্যক্ষান্ ললাটাক্ষান্নানাদিগ্ভ্যঃ সমাগতান্।
ঔষ্ণীকানন্তবানাংশ্চ রোমকান পুরুষাদকান্ ॥

ইহারা তাহাতে শয়ন করিয়া থাকে; এবং ইহারা এমন বলবান্ যে বৃক্ষ উৎপাটিত ও ধনুর্গুণ ছিন্ন করিতে পারে। অপর এক জাতির নাম একাক্ষ: (Monommatoi), তাহাদিগের কর্ণ কুকুরের কর্ণের মত এবং চক্ষু একটি মাত্র—ললাটের মধ্যভাগে অবস্থিত, তাহারা ঊর্দ্ধকেশ, তাহাদিগের বক্ষ রোমশ। ‡ আর এক জাতি নাসাবিহীন, তাহারা সর্ব্বভুক্, আমভোজী, স্বল্পজীবী, বার্ধক্যের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাদিগের মুখের উপরিভাগ (অর্থাৎ ওষ্ঠ) (অধর অপেক্ষা) অনেক অধিক প্রসারিত। সহস্রবর্ষজীবী* উত্তরকুরুদিগের (Hyperboreans)

একপাদাংশ্চ তত্রাহমপশ্যং দ্বারিবারিতান্।
রাজানো বলিমাদায় নানাবর্ণাননেকশঃ॥

সভাপব। ৫১ম অধ্যায়, ১৭।১৮ শ্লোক।

রামায়ণ ও হরিবংশেও একপাদ জাতির উল্লেখ আছে। 'একচরণ' নামও দৃষ্ট হয়।

‡ এস্থলে মেগাস্থেনীস যেগুলি একজাতির লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, ভারতবর্ষীয়দিগের মতে সেগুলি বিভিন্ন জাতির লক্ষণ। Monommatos=একাক্ষঃ বা একবিলোচনঃ। Orthochaitos=ঊর্দ্ধকেশঃ। Metopophthalmos=ললাটাক্ষঃ, ইহারা ভারতীয় Cyclopes.

দিদেশ রাক্ষসীস্তত্র রক্ষণে রাক্ষসাধিপঃ।
প্রাসাসিশূলপরশুমুদ্গরালাতধারিণী॥
দ্ব্যক্ষীং ত্র্যক্ষীং ললাটাক্ষীং দীর্ঘজিহ্বামজিহ্বিকাম্।
ত্রিস্তনীমেকপাদাঞ্চ ত্রিজটামেকলোচনাম্॥
এতাশ্চান্যাশ্চ দীপ্তাক্ষ্যঃ করভোৎকটমূর্দ্ধজাঃ।
পরিবার্যাসতে সীতাং দিবারাত্রমতন্দ্রিতা॥

বনপর্ব, ২৭৯ম অধ্যায়। ৪৪—৪৬ শ্লোক।

*উত্তরকুরুগণের কাহিনী অতিপ্রাচীনকালে ভারতবর্ষ হইতে গ্রীসে নীত হইয়াছিল। মেগাস্থেনীস ইহা অবগত ছিলেন; সুতরাং তিনি তাহাদিগকে Hyperborean নামে অভিহিত করিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

সম্বন্ধে তাঁহারা সিমোনিডীস, পিণ্ডার ও অন্যান্য উপাখ্যান-লেখকগণের ন্যায়ই বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। টিমাগেনীস বলেন, (এদেশে) তাম্ররেণুর বৃষ্টি হয়, (লোকে) উহা সংগ্রহ করে; ইহা কাল্পনিক উপাখ্যান। মেগাস্থেনীস বলেন, অনেক নদীতে স্বর্ণরেণু প্রবাহিত হয় এবং ইহার এক ভাগ রাজস্ব রূপে রাজাকে প্রদত্ত হয়। ইহা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য, কারণ ইবীরিয়া দেশেও এইপ্রকার দৃষ্ট হয়।

দেবলোকচ্যুতাঃ সর্বে জায়ন্তে তত্র মানবাঃ।
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্বে সুপ্রিয়দর্শনাঃ॥
এবমেবানুরূপঞ্চ চক্রবাকসমং বিভো।
নিরাময়াশ্চ তে লোকা নিত্যং মুদিতমানসঃ॥
দশবর্ষ সহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
জীবন্তি তে মহারাজ ন চান্যোন্যং জহত্যুতঃ॥

ভীষ্মপর্ব। ৭ম অধ্যায়, ৭, ১০, ১১ শ্লোক। উত্তরকুরুগণের এই বর্ণনার সহিত পিণ্ডাররচিত Hyperborean দিগের বর্ণনার ঐক্য আছে—

With braids of golden bays entwined
Their soft resplendent locks they bind,
And feast in bliss the genial hour ;
Nor foul disease, nor wasting age,
Visit the sacred race ; nor wars they wage,
Nor toil for wealth or power.

10th Pythian Ode ; translated by A. Moore (quoted by McCrindle.)

[এই অংশের পাদটীকাগুলি ডাঃ শোয়ানবেকের ; সংস্কৃত শ্লোকগুলি তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত।]

আরিয়ান

ভারতবর্ষের সাতটি জাতি

সমগ্র ভারতবাসী প্রায় সাতটি জাতিতে বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ (Sophistai = পণ্ডিতগণ) সংখ্যায় অপর জাতি অপেক্ষা ন্যূন হইলেও মানমর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, ইঁহাদিগকে কোনও প্রকার দৈহিক শ্রম করিতে হয় না; কিংবা শ্রম দ্বারা ধন উপার্জন করিয়া রাজকোষে প্রদান করিতেও হয় না। রাজ্যের মঙ্গলোদ্দেশ্যে দেবতাগণের যজ্ঞ সম্পাদন ভিন্ন ইঁহাদিগের অবশ্যকরণীয় আর কোনও কর্তব্য নাই। যদি কোনও ব্যক্তি স্বীয় ইষ্টসিদ্ধির জন্য যজ্ঞ করিতে চাহে তবে তাহাকে ব্রাহ্মণগণ দ্বারা তাহা সম্পন্ন করাইতে হয়। অন্যথা তাহা দেবগণের প্রীতিপ্রদ হয় না। ভারতবাসিগণের মধ্যে কেবল ইঁহারাই ভবিষ্যৎ গণনা করিতে সমর্থ; ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও ভবিষ্যৎ গণনা করিবার অধিকার নাই। ইঁহারা বৎসরের বিভিন্ন ঋতু ও রাজ্যে কোনও বিপৎপাত হইবে কিনা এতদনুরূপ বিষয়ে গণনা করিয়া থাকেন, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের ভাগ্যগণনা করিতে তাঁহাদিগের অভিরুচি হয় না। তাহার কারণ এই যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের সহিত ভবিষ্যদ্‌গণনার কোনও সম্পর্ক নাই কিংবা এজন্য শ্রম করা তাঁহারা অগৌরবের বিষয় মনে করেন। যিনি গণনায় তিন বার ভ্রম করেন তাঁহাকে আর কোনও দণ্ড ভোগ করিতে হয় না, কেবল অবশিষ্ট জীবনের জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করিতে হয়। যিনি এই মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য করিতে পারে এমন জন সংসারে নাই। [এই পণ্ডিতগণ উলঙ্গ হইয়া বিচরণ করেন। ইঁহারা শীতকালে রৌদ্রসম্ভোগের উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত বায়ুতে বাস করেন; গ্রীষ্মকালে উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর হইলে মাঠে ও নিম্ন ভূমিতে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের ছায়ায় কালাতিপাত করেন।

নেয়ার্থস বলেন, এই সকল বৃক্ষের ছায়া চতুর্দিকে পাঁচ শত ফুট বিস্তৃত, এবং উহাতে দশ সহস্র লোক স্থান পাইতে পারে। এই বৃক্ষগুলি এমন প্রকাণ্ড। তাঁহারা প্রতি ঋতুর ফল ও বৃক্ষের ত্বক্ আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করেন; এই ত্বক্ খর্জ্জুর ফল অপেক্ষা কম সুস্বাদু ও পুষ্টিকর নহে।]

ইঁহাদিগের পরে দ্বিতীয় জাতি কৃষকগণ। ইহারা সংখ্যায় ভারতবাসীদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহাদিগকে যুদ্ধার্থ অস্ত্রধারণ করিতে হয় না, কিংবা যুদ্ধের সাহায্যার্থ কোনও কার্য করিতে হয় না; কিন্তু ভূমি কর্ষণ করাই ইহাদিগের একমাত্র কর্ম। ইহারা রাজাকে ও যে সকল নগরে রাজার পরিবর্তে স্বাতন্ত্র্য (Autonomy) প্রতিষ্ঠিত তাহাদিগকে কর প্রদান করে। ভারতবাসীদিগের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সৈন্যগণের পক্ষে কৃষকদিগকে উৎপীড়িত কিংবা ক্ষেত্র-উচ্ছিন্ন করিবার বিধি নাই। তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া পরস্পরকে বধ করে আর অদূরে কৃষকগণ নিরুপদ্রবে আপন আপন কর্ম করে এবং ভূমি কর্ষণ, শস্য সংগ্রহ, বৃক্ষপল্লব ছেদন কিংবা শস্য কর্তনে নিযুক্ত থাকে।

ভারতবাসীদিগের তৃতীয় জাতি রাখাল অর্থাৎ গোপাল ও মেষপাল। ইহারা গ্রামে কিংবা নগরে বাস করে না। ইহারা যাযাবর, পর্ব্বতোপরি অবস্থান করে। ইহারাও কর প্রদান করে, তাহা গো মেষ। ইহারা পক্ষী ও বন্য পশুর জন্য দেশময় বিচরণ করে।

চতুর্থ জাতি শিল্পী ও পণ্যজীবী। ইহারা রাজভৃত্য; ইহাদিগকে শ্রমলব্ধ ধন হইতে কর প্রদান করিতে হয়; কিন্তু যাহারা যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ করে তাহাদিগকে কর দিতে হয় না, বরং তাহারা রাজকোষ হইতে বেতন পায়। নৌ-নির্মাতৃগণ এবং নদীবক্ষে নৌকা-পরিচালনে নিযুক্ত নাবিকগণও এই জাতির অন্তর্ভূত।

পঞ্চম জাতি ভারতবর্ষের যোদ্ধগণ। ইহারা সংখ্যায় কৃষকগণেরই

নিম্নে অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানীয়; কিন্তু ইঁহারা যৎপরোনাস্তি স্বাধীনতা ও সুখসম্ভোগে কালযাপন করেন। ইঁহাদিগকে কেবল যুদ্ধ ও তৎসম্পর্কিত কর্ম করিতে হয়। অপরে ইঁহাদিগের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করে; অপরে ইঁহাদিগের জন্য অশ্ব আহরণ করে; শিবিরে অপরে ইঁহাদিগের সেবা করে. ঘোটকের পরিচর্যা করে, প্রহরণ মার্জিত করে, হস্তী পরিচালন করে, রথ সজ্জিত করে ও সারথি হইয়া রথ চালায়। আর ইঁহারা যুদ্ধ করিবার আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করেন এবং সন্ধি স্থাপিত হইলে সুখসম্ভোগে নিমগ্ন হন। ইঁহারা রাজকোষ হইতে এমত প্রচুর বেতন প্রাপ্ত হন যে তাহাতে স্বচ্ছন্দে আপনাদিগের ও অপরের ভরণপোষণ নির্বাহিত হয়।

ষষ্ঠ জাতি পর্যবেক্ষক (Episcopoi) নামে অভিহিত ব্যক্তিগণ। গ্রামে ও নগরে কখন কি হইতেছে ইঁহারা তাহার অনুসন্ধান করেন; এবং অনুসন্ধানের ফল যে সকল রাজ্যে রাজা আছে তথায় রাজার নিকট ও যে সকল রাজ্য স্বতন্ত্র তথায় শাসনকর্তাদিগের নিকট প্রেরণ করেন। ইঁহাদিগের পক্ষে মিথ্যা সংবাদ প্রদান করিবার বিধি নাই; বস্তুত কোন ভারতবাসীই মিথ্যাকথন দোষে দোষী নহে।

সপ্তম জাতি সচিবগণ। ইঁহারা রাজাকে ও স্বতন্ত্র নগরসমূহে শাসনকর্তাদিগকে রাজকার্যে পরামর্শ প্রদান করেন। এই জাতি সংখ্যায় অল্প, কিন্তু জ্ঞানে ও ন্যায়পরায়ণতায় সর্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহারাই মণ্ডলাধিপতি (Nomarchai), অধস্তন শাসনকর্তা, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, পোতাধ্যক্ষ, কার্যাধ্যক্ষ (Tamiai) ও কৃষিপরিদর্শক নিযুক্ত করেন।

এক জাতির সহিত অপর জাতির বিবাহ বিধিসঙ্গত নহে; যেমন, কৃষক শিল্পীদিগের মধ্যে কিংবা শিল্পী কৃষকদিগের মধ্যে বিবাহ করিতে পারে না। কাহারও পক্ষে দুই ব্যবসায় অবলম্বন করা কিংবা এক

জাতি হইতে অপর জাতিতে প্রবেশ করাও বিধিসঙ্গত নহে—যেমন রাখাল কৃষক হইতে পারে না কিংবা শিল্পী রাখাল হইতে পারে না। কেবল জ্ঞানী (অর্থাৎ সন্ন্যাসী) সকল জাতির লোকেই হইতে পারে, কেননা জ্ঞানীর জীবনযাত্রা সহজসাধ্য নহে, প্রত্যুত উহা সর্বাপেক্ষা কঠিন।

স্ট্রাবো

ভারতবাসিগণের সাতটি জাতি

মেগাস্থেনীস বলেন, ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ সাতটি জাতিতে বিভক্ত। পণ্ডিতগণ (Philosophoi) মানমর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা ন্যূন। কেহ যজ্ঞ কিংবা অপর কোনও ধর্মানুষ্ঠান সম্পাদন করিতে চাহিলে ইঁহাদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। রাজাও ইঁহাদিগকে মহাসমিতি নামে অভিহিত প্রকাশ্য সভাতে আহ্বান করেন। তদুপলক্ষে সমুদায় পণ্ডিতগণ নববর্ষের প্রারম্ভে রাজ-প্রাসাদের দ্বারদেশে রাজার সম্মুখে সমবেত হন; তখন কেহ সাধারণের হিতকর কিছু লিখিয়া থাকিলে, কিংবা শস্য ও পশু, ও রাজ্যের উন্নতিবিধায়ক কিছু পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকিলে তাহা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন। যদি কাহারও গণনা তিন বার মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় তবে তাঁহাকে যাবজ্জীবন মৌনী থাকিতে হয়, ইহাই বিধি। কিন্তু যাঁহারা হিতকর উপদেশ প্রদান করেন তাঁহারা কর ও শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় জাতি কৃষকগণ। ইহারা সর্বাপেক্ষা নিরীহ ও সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয় না; ইহারা নির্ভয়ে

আপন আপন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। ইহারা কখনও নগরে গমন করে না—তথাকার বিবাদ কোলাহলে যোগ দিবার জন্যও নহে, অপর উদ্দেশ্যেও নহে। সুতরাং প্রায়শই দেখা যায়, একই সময়ে একই স্থানে যোদ্ধগণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়াছে ও জীবনপণ করিয়া সংগ্রাম করিতেছে আর কৃষকগণ নির্বিঘ্নে ভূমিখনন ও কর্ষণ করিতেছে, কারণ সৈন্যগণই তাহাদিগের রক্ষক। সমুদায় ভূমিই রাজার। কৃষকগণ শ্রমের বিনিময়ে উৎপন্ন শস্যের চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় জাতি পশুপালক ও ব্যাধগণ। কেবল ইহারাই শিকার, পশুপালন এবং ভারবাহী পশু ক্রয় ও তাহার ব্যবসায় করিতে পারে। ইহারা দেশকে বন্যপশু ও বীজভোজী পক্ষী হইতে মুক্ত রাখে এবং তজ্জন্য রাজার নিকট হইতে শস্য প্রাপ্ত হয়। ইহারা যাযাবর, শিবিরে জীবন যাপন করে।

পশুপালক ও ব্যাধগণের পরে চতুর্থ জাতি। শিল্পী, পণ্যজীবী ও দৈহিক শ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এই জাতিভুক্ত। ইহাদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও কর দিতে হয় ও রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করিতে হয়। কিন্তু যাহারা অস্ত্রশস্ত্র ও নৌকা নির্ম্মাণ করে তাহারা রাজকোষ হইতে বেতন ও আহার্য প্রাপ্ত হয়। কারণ ইহারা কেবল রাজার জন্য শ্রম করে। সেনাপতি সৈন্যদিগকে অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করেন, এবং পোতাধ্যক্ষ উপযুক্ত অর্থ লইয়া যাত্রী ও পণ্যজাত বহনের জন্য নৌকা যোগাইয়া থাকেন।

পঞ্চম জাতি যোদ্ধগণ। ইহারা যুদ্ধ ভিন্ন অপর সময়ে আলস্যে ও মদ্যপানে জীবন অতিবাহিত করেন। রাজকোষ হইতে ইহাদিগের ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহিত হয়, সুতরাং ইহারা আবশ্যক হইলেই যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে প্রস্তুত আছেন, কারণ ইহাদিগকে স্বীয় দেহ ভিন্ন আর কিছুই সঙ্গে লইয়া যাইতে হয় না।

ষষ্ঠ জাতি পর্যবেক্ষকগণ। ইহাদিগকে রাজ্যের সমুদায় ঘটনা অনুসন্ধান করিয়া গোপনে রাজাকে জানাইতে হয়। ইহারা কেহ নগরে কেহ শিবিরে স্থাপিত হন এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নগরের ও শিবিরের বারাঙ্গনাদিগকে সহায় রূপে গ্রহণ করেন। সর্বাপেক্ষা দক্ষ ও বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তিরাই এই কর্মে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

সপ্তম জাতি রাজার সচিব ও মন্ত্রিগণ। রাজ্যের সর্বোচ্চপদসমূহ, ন্যায়াধিকরণ ও দেশশাসনের সাধারণ কর্ম—সমুদায়ই ইহাদিগের হস্তে।

এক জাতির লোক অপর জাতিতে বিবাহ করিতে পারে না কিংবা অপর জাতির ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না, এবং পণ্ডিতগণ ভিন্ন কেহই একাধিক কর্মে নিযুক্ত হইতে পারে না। পণ্ডিতগণ ধর্মনিষ্ঠ বলিয়া এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ষ্ট্রাবো

শাসনপ্রণালী

ঘোটক ও হস্তী ব্যবহার

শাসনকর্তৃগণের মধ্যে কেহ কেহ ক্রয়-বিক্রয়ের স্থানে কেহ কেহ নগরে এবং কেহ কেহ শিবিরে প্রতিষ্ঠিত। কেহ কেহ নদীসমূহ পর্যবেক্ষণ করেন ও ঈজিপ্ট দেশের মত ভূমি পরিমাপ করেন। যাহাতে সকলেই সমভাবে জল প্রাপ্ত হয় এতদুদ্দেশ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বৃহত্তর প্রণালী হইতে জলধারা আনীত হয় ইঁহারা সেগুলির তত্ত্বাবধান করেন। এই সকল পয়ঃপ্রণালী ইচ্ছানুরূপ বন্ধ করা যায়। ইহারা শিকারীদিগের উপর কর্তৃত্ব করেন, এবং যে

যেমন উপযুক্ত তাহাকে সেইরূপ পুরস্কৃত বা দণ্ডিত করেন। ইঁহারা কর সংগ্রহ করেন, এবং ভূমি সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য—যথা, কাঠুরিয়া, সূত্রধর, কর্মকার ও খনি-খননকারীদিগের কার্য—পরিদর্শন করেন। ইঁহারা পথ নির্মাণ করেন ও প্রতি দশ ষ্টাডিয়ম (অর্থাৎ এক ক্রোশ) অন্তর এক একটি স্তম্ভ স্থাপন করেন; তাহাতে পথের দূরত্ব ও শাখা-পথগুলি বুঝিতে পারা যায়।

নগরের শাসনকর্তৃগণ ছয় দলে বিভক্ত; এক এক দলে পাঁচ জন লোক। প্রথম দল শ্রমজাতশিল্প পর্যবেক্ষণ করেন। দ্বিতীয় দল বিদেশাগত ব্যক্তিগণের সৎকার করেন। ইঁহারা তাহাদিগকে বাসগৃহ প্রদান করেন ও তাহারা কিরূপ জীবনযাপন করে ভৃত্যগণের সাহায্যে তাহার উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে চাহিলে ইঁহারা সঙ্গে গমন করেন; কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার সম্পত্তি (তাহার আত্মীয়গণের নিকট) পাঠাইয়া দেন। তাহারা পীড়িত হইলে ইঁহারা তাহাদিগের সেবাশুশ্রূষা করেন ও মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহাদিগকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করেন। তৃতীয় দল, কোথায় কিরূপে কাহারও জন্ম বা মৃত্যু হইল তাহা অনুসন্ধান করেন; শুধু কর ধার্যকরণের উদ্দেশ্যে নহে, কিন্তু উচ্চ নীচ কাহারও জন্ম বা মৃত্যু অজ্ঞাত না থাকে এই অভিপ্রায়ে। চতুর্থ দল ব্যবসায় বাণিজ্য পর্যবেক্ষণ করেন। ইঁহারা তৌল ও পরিমাণ পরিদর্শন করেন এবং প্রত্যেক ঋতুর শস্য যাহাতে প্রকাশ্য ভাবে বিক্রীত হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন। দ্বিগুণ শুল্ক প্রদান না করিলে কেহই একাধিক বস্তুর ব্যবসায় করিতে পারে না। পঞ্চম দল সূক্ষ্ম বা যন্ত্রোৎপন্ন শিল্পের তত্ত্বাবধান করেন এবং এগুলি প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা * বিক্রয় করেন। নূতন দ্রব্য এক-

* গ্রীক apo syssemoy—by public notice (McCr.); with official stamp, রাজকীয় মুদ্রাঙ্কিত করিয়া (V. A. Smith)। ইনি বলেন, চাণক্যের গ্রন্থে পণ্যদ্রব্য মুদ্রাঙ্কিত করিবার অনুজ্ঞা আছে।

স্থানে ও পুরাতন দ্রব্য অপর স্থানে বিক্রীত হয়; উভয়কে মিশ্রিত করিলে অর্থদণ্ড হইয়া থাকে। সর্বশেষে, ষষ্ঠ দল সেই সকল ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত যাঁহারা বিক্রীত পণ্যের মূল্যের দশমাংশ সংগ্রহ করেন। যে এই শুল্ক প্রদানে প্রবঞ্চনা করে তাহার দণ্ড মৃত্যু। স্বতন্ত্র ভাবে এই সমুদায় দল এই সকল কার্য করিয়া থাকেন। মিলিত ভাবে ইঁহারা আপন আপন বিশেষ কর্ম ভিন্ন রাজ্যের সাধারণ কার্যও সম্পাদন করেন; যেমন রাজকীয় হর্ম্যগুলি সংস্কৃত অবস্থায় রক্ষা করা, পণ্যদ্রব্যের মূল্যনির্ধারণ এবং ক্রয়বিক্রয়ের স্থান, বন্দর ও দেবমন্দিরসমূহের তত্ত্বাবধান।

নগরের শাসনকর্তৃগণের পরে তৃতীয় এক দল রাজপুরুষ আছেন ইঁহারা সৈন্য সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য নির্বাহ করেন। ইঁহারাও পাঁচ পাঁচ জন করিয়া ছয় দলে বিভক্ত। এক দল পোতাধ্যক্ষের সহিত ও আর এক দল বলীবর্দ যুগগুলির তত্ত্বাবধায়কের সহিত মিলিত হইয়া কার্য করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হন। বলীবর্দ যুগগুলি যুদ্ধের যন্ত্র বা অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যগণের আহার্য, গবাদির জন্য ঘাস ও যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণ বহন করে। ইঁহারা ভেরীবাদক ও ঘণ্টাবাহক ভৃত্য যোগাইয়া থাকেন। ইঁহারা অশ্বের পরিচারক, যন্ত্রনির্মাতা ও তাহাদিগের সহযোগীও সংগ্রহ করেন। ইঁহারা ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঘাস সংগ্রহের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন এবং এই কার্য যাহাতে সত্বর ও নিরাপদে সম্পন্ন হয় দণ্ড ও পুরস্কার দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় দল পদাতিক সৈন্যের, চতুর্থ দল অশ্বারোহীদিগের, পঞ্চম দল রথের ও ষষ্ঠ দল হস্তীসকলের তত্ত্বাবধান করেন। রাজকীয় অশ্বশালা ও হস্তীশালা আছে, রাজকীয় অস্ত্রাগারও আছে, তাহাতে প্রত্যেক সৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্র প্রত্যর্পণ করিতে হয়। এইরূপে হস্তী ও অশ্বও প্রত্যর্পণ করিতে হয়। ভারতবাসীরা বল্গা ব্যতীতই হস্তী চালায়। যুদ্ধযাত্রাকালে

বলীবর্দগুলি রথ টানে, ঘোটকগুলিকে গলদেশে রজ্জুবদ্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, নতুবা রথ টানিলে তাহাদিগের পদে ক্ষত ও তেজ খর্ব হইতে পারে। প্রত্যেক রথে সারথির পার্শ্বে দুই জন যোদ্ধা দণ্ডায়মান থাকে। হস্তিপৃষ্ঠে চারি জন লোক থাকে, এক জন মাহুত, অবশিষ্ট তিন জন তীর বর্ষণ করে।

আরিয়ান

স্বর্ণখননকারী পিপীলিকা

মেগাস্থেনীস বলেন যে, পিপীলিকা সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি সম্পূর্ণ সত্য। এই পিপীলিকাগুলি স্বর্ণ খনন করে; ইহারা যে স্বর্ণের জন্যই স্বর্ণ খনন করে তাহা নহে, কিন্তু ভূগর্ভে লুক্কায়িত থাকিবার উদ্দেশ্যে মৃত্তিকা খনন করে। যেমন আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকাগুলি ছোট ছোট গর্ত খনন করে; তবে কি না ভারতবর্ষের পিপীলিকাগুলি শৃগাল অপেক্ষাও বৃহৎ বলিয়া স্বীয় স্বীয় আকারের অনুরূপ গহ্বর খনন করিয়া থাকে। কিন্তু মৃত্তিকা স্বর্ণ-মিশ্রিত, ভারতবাসিগণ এই মৃত্তিকা হইতেই স্বর্ণ আহরণ করে।

[কিন্তু মেগাস্থেনীস কিংবদন্তী মাত্র বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আমার এবিষয়ে নিশ্চিততর রূপে লিখিবার কিছুই নাই; অতএব আমি স্বেচ্ছাক্রমেই এইখানে পিপীলিকাসম্বন্ধীয় উপাখ্যানের পরিসমাপ্তি করিলাম।]

ষ্ট্রাবো

ভারতীয় পণ্ডিতগণ

পণ্ডিতগণের সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া মেগাস্থেনীস লিখিয়াছেন যে, ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা পর্বতে বাস করেন তাঁহারা ডায়োনীসসের উপাসক। (ডায়োনীসস যে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন) তাহার প্রমাণ বন্য দ্রাক্ষা। উহা কেবল তাঁহাদের দেশেই জন্মে—আইভি (Ivy), লরেল (Laurel), মার্টল (Martle), বক্স-বৃক্ষ (Box-tree) এবং অন্যান্য চির হরিৎ তরুরাজি। এই সকল বৃক্ষের কোনটিই ইয়ুফ্রাটিস নদীর পূর্ব দিকে জন্মে না, কেবল উপবনে অল্পসংখ্যক জন্মিয়া থাকে; সেখানেও ইহাদিগের রক্ষার জন্য সাতিশয় যত্ন আবশ্যক। ডায়োনীসসের উপাসকদিগের ন্যায় তাঁহারা মসলিনবস্ত্র পরিধান করেন, মাথায় পাগড়ি পরেন, গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করেন, উজ্জ্বল বর্ণের ফুলতোলা কাপড়ে দেহ সজ্জিত করেন এবং রাজারা যখন বাহিরে আগমন করেন তখন তাঁহাদিগের অগ্রে অগ্রে দুন্দুভি ও ঘণ্টাধ্বনি হইতে থাকে। কিন্তু যে সকল পণ্ডিত সমতলভূমিবাসী তাঁহারা হীরাক্লিসের পূজা করেন। কিন্তু এই বৃত্তান্ত কাল্পনিক। অনেক লেখক এ বিষয়ে, বিশেষত দ্রাক্ষা ও মদ্য সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ আর্মেনিয়ার অধিকাংশ, সমগ্র মেসপটমিয়া ও মীডিয়া, এবং পারস্য ও আর্মেনিয়া পর্যন্ত সমুদায় ভূভাগ ইয়ুফ্রাটিসের পূর্ব দিকে অবস্থিত। শুনা যায়, এই সকল দেশের প্রত্যেকটির অনেক স্থানেই উত্তম দ্রাক্ষা জন্মে ও উৎকৃষ্ট মদ্য প্রস্তুত হয়।

মেগাস্থেনীস পণ্ডিতদিগকে অন্য রূপে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে পণ্ডিতগণ দুই ভাগে বিভক্ত। তিনি এক ভাগকে ব্রাহ্মণ ও অপর ভাগকে শ্রমণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণগণই সর্বাপেক্ষা

অধিক সম্মানভাজন, কারণ তাঁহাদিগের ধর্ম্মমত অধিকতর সঙ্গতিবিশিষ্ট। তাঁহারা গর্ভস্থ হইবামাত্রই জ্ঞানী ব্যক্তিগণের যত্নলাভ করেন। ইঁহারা মাতার নিকট গমন করিয়া তাঁহার ও গর্ভস্থ শিশুর কল্যাণোদ্দেশ্যে মন্ত্র আবৃত্তি করিবার ছলে তাঁহাকে সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ প্রদান করেন। যে সকল রমণী আগ্রহের সহিত ইঁহাদিগের উপদেশ শ্রবণ করেন তাঁহারা সুসন্তান লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই জনসাধারণের বিশ্বাস। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে শিশুগণ একের পর অন্যের যত্নে লালিতপালিত হয়; তাহাদিগের বয়স যেমন বাড়িতে থাকে তেমনি পূর্ববর্তীদিগের অপেক্ষা অধিকতর সুশিক্ষিত ও সুনিপুণ গুরু নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

পণ্ডিতগণ নগরের সম্মুখস্থ প্রাচীরবেষ্টিত নাতিবৃহৎ ক্ষেত্রমধ্যে উপবনে বাস করেন। তাঁহারা আড়ম্বরবিহীন জীবন যাপন করেন এবং তৃণশয্যায় বা চর্ম্মে শয়ন করেন। তাঁহারা মৎস্য মাংস আহার ও ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ হইতে বিরত থাকেন এবং জ্ঞানগর্ভ প্রসঙ্গ শ্রবণে ও যাহারা উহা শুনিতে ইচ্ছুক তাহাদিগের নিকট ঐরূপ প্রসঙ্গ করণে কালাতিপাত করেন। শ্রোতার পক্ষে কথা বলা, কাসা কিংবা থুথুফেলা নিষেধ; এরূপ করিলে সে আত্মসংযমবিহীন বলিয়া সেই দিনই সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। সাঁইত্রিশ বৎসর এইরূপে জীবন ধারণ করিয়া প্রত্যেকেই আপন আপন সম্পত্তির অধিকারী হন, এবং অবশিষ্ট জীবন স্বচ্ছন্দে ও নিরুপদ্রবে যাপন করেন। তখন তাঁহারা উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র পরিধান করেন এবং হস্তে ও কর্ণে কয়েকটি স্বর্ণালংকার ধারণ করেন। তাঁহারা মাংস ভক্ষণ করেন, কিন্তু শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত পশুর মাংস ভক্ষণ করেন না, এবং উগ্র ও অত্যধিক স্বাদু খাদ্য বর্জন করেন। তাঁহারা বহ্বপত্য-লাভের আশায় যত ইচ্ছা তত রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, কারণ বহু স্ত্রী থাকিলে অনেক প্রকারের সুবিধা হইয়া থাকে। আর

তাঁহাদিগের ক্রীতদাস নাই, এজন্য প্রয়োজনমত উপস্থিত সন্তান-সন্ততির সেবা তাঁহাদিগের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

ব্রাহ্মণগণ স্বীয় পত্নীদিগকে তাঁহাদিগের দর্শন শিক্ষা দেন না, কারণ তাহা হইলে যাহারা দুষ্টা তাহারা অপরের পক্ষে নিষিদ্ধ ঐ জ্ঞান ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিগণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবে, আর যাহারা সম্যক্ ব্যুৎপত্তি-সম্পন্না তাহারা তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিবে। যেহেতু সুখ ও দুঃখ, জীবন ও মরণ যাহার নিকট তুচ্ছ সে অপরের অধীন হইতে চাহে না; জ্ঞানী পুরুষ ও জ্ঞানবতী রমণীর ইহাই লক্ষণ।

তাঁহারা প্রায় সর্বদাই মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁহারা মনে করেন ঐহিক জীবন যেন গর্ভস্থ শিশুর বিকাশ-কাল; মৃত্যুই জ্ঞানিগণের পক্ষে সত্য ও আনন্দপূর্ণ জীবনে জন্ম গ্রহণ। সুতরাং তাঁহারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে বহু প্রকার সাধন করেন। তাঁহাদিগের মতে মানুষের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, তাহা ভালও নহে, মন্দও নহে; ভাল মন্দ বলিয়া যাহা মনে হয় তাহা স্বপ্নকালীন অনুভূতির ন্যায় অপ্রকৃত; নতুবা একই বস্তু হইতে কাহারও বা সুখ, কাহারও বা দুঃখ বোধ হয় কেন? এবং একই বস্তু বিভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির বিপরীত ভাব উৎপাদন করে কেন?

এই লেখক বলেন, জড়-জগৎ সম্বন্ধে ইঁহাদিগের মত বালকোচিত, কারণ ইঁহারা যুক্তি অপেক্ষা কার্যেই অধিকতর সুদক্ষ; যেহেতু ইঁহারা যাহা বিশ্বাস করেন তাহার অধিকাংশই উপাখ্যান হইতে গৃহীত। কিন্তু অনেক বিষয়ে ইঁহারা গ্রীকদিগের সহিত একমত। কারণ গ্রীক-দিগের ন্যায় ইঁহারাও বলেন যে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং ইহা ধ্বংসশীল ও গোলাকার। যে দেবতা ইহা রচনা করিয়াছেন ও ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তিনি ইহার সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। বিশ্বের মূলস্বরূপ কয়েকটি ভূত বর্তমান রহিয়াছে এবং জল হইতে এই জগৎ উৎপন্ন

হইয়াছে।* (গ্রীক দর্শনোক্ত ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ) এই চারি ভূত ব্যতীত একটি পঞ্চম ভূত (অর্থাৎ আকাশ) আছে, তাহা হইতেই দ্যুলোক ও তারাসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে। পৃথিবী এই বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। জনন, আত্মা ও অন্যান্য বহু বিষয়ে ইঁহাদিগের ও গ্রীকদিগের মত এক। প্লেটোর ন্যায় ইঁহারাও আত্মার অমরত্ব, প্রেতলোকে বিচার ও এতদনুরূপ বিষয়ে আপনাদিগের বিশ্বাস রূপকাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

শ্রমণদিগের বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন যে ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানভাজন তাঁহাদিগের নাম বনবাসী (Hylobioi অর্থাৎ বানপ্রস্থাবলম্বী)। ইঁহারা বনে বাস করেন, পত্র ও বন্য ফল ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করেন, বৃক্ষবল্কল পরিধান করেন এবং মদ্যপান ও ইন্দ্রিয়সম্ভোগ হইতে বিরত থাকেন। নৃপতিদিগের সহিত ইঁহাদিগের বাক্যবিনিময় হইয়া থাকে; তাঁহারা দূত দ্বারা ঘটনার কারণ সম্বন্ধে ইঁহাদিগের মতামত জিজ্ঞাসা করেন এবং ইঁহাদের দ্বারাই দেবতার আরাধনা ও তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন সম্পাদন করাইয়া থাকেন। বনবাসীদিগের পরেই বৈদ্যগণ সম্মানে দ্বিতীয়স্থানীয়, কারণ ইঁহারা মানব-প্রকৃতিতে অভিজ্ঞ। ইঁহারা সহজ জীবন যাপন করেন, কিন্তু মঠে বাস করেন না। ইঁহারা ভাত ও যব আহার করিয়া জীবন ধারণ করেন, উহা যখন ইচ্ছা চাহিলেই প্রাপ্ত হন, কিম্বা কাহারও গৃহে অতিথি হইয়া লাভ করেন। ইঁহারা ঔষধ দ্বারা রমণীকে বহু সন্তানবতী ও সন্তানকে পুরুষ কিংবা স্ত্রী করিতে পারেন। ইঁহারা সচরাচর ঔষধ অপেক্ষা পথ্য দ্বারাই আরোগ্য সম্পাদন করেন। ঔষধের মধ্যে মলম প্রলেপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদরণীয়। ইঁহারা আর সমস্তই অত্যন্ত অপকারী বলিয়া বিবেচনা করেন। এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিগণই শ্রম-

সাধ্য কর্ম করিয়া ও দুঃখ সহিয়া সহিষ্ণুতা অভ্যাস করেন, সুতরাং তাঁহারা সমস্ত দিন একই অবস্থায় নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত, গণক, যাদুকর এবং প্রেতবিদ্যা ও প্রেতশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য। তাহারা গ্রামে ও নগরে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা বিদ্যা ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ তাহারাও পরলোক সম্বন্ধে এমনসব কুসংস্কার প্রচার করে যদ্দ্বারা তাহাদিগের মতে ধর্মভীরুতা ও পবিত্রতা বর্ধিত হয়। স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগের সহিত জ্ঞানচর্চা করে কিন্তু ইন্দ্রিয়সেবা হইতে বিরত থাকে।

আরিয়ান

ভারতবাসিগণ কখনও অপর জাতি কর্তৃক আক্রান্ত হয় নাই, বা অপর জাতিকে আক্রমণ করে নাই

এই মেগাস্থেনীস স্বয়ংই বলেন যে ভারতবাসিগণ অপর জাতিকে আক্রমণ করে না, এবং অপর জাতিও তাহাদিগকে আক্রমণ করে না। কারণ ঈজিপ্টবাসী সেসোষ্ট্রীস এসিয়ার অধিকাংশ পর্যুদস্ত করিয়া ও সসৈন্যে য়ুরোপ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। শকরাজ ইণ্ডাথীর্স শকদেশ হইতে বহির্গত হইয়া এসিয়ার বহু জাতি পরাভূত করিয়া দিগ্বিজয়ী রূপে ঈজিপ্টের সীমান্তে উপস্থিত হন। আসীরিয়ার রাজ্ঞী সোমিরামিস ভারতবর্ষে যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রণা কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই তিনি পরলোকগমন করেন। সুতরাং একমাত্র সেকেন্দর সাহাই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

ডায়োনীসস ও হাকু্যলিস (হীরাক্লীস)

ডায়োনীসসের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী বর্তমান আছে। তাহার মর্ম এই যে তিনিও সেকেন্দর সাহার পূর্বে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ভারতবাসীদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু হীরাক্লীস সম্বন্ধে জনপ্রবাদ অধিক বর্তমান নাই। নাইসা-নগর ডায়োনীসসের অভিযানের সামান্য স্মৃতিচিহ্ন নহে; এবং মীরস-পর্ব্বত ও তদুৎপন্ন আইভি অন্যতম স্মৃতিচিহ্ন। আর একটি চিহ্ন এই—ভারতবাসীরা যখন যুদ্ধে গমন করে তখন সঙ্গে সঙ্গে দুন্দুভি ও করতাল বাজিতে থাকে, এবং ডায়োনীসস-পূজকগণের ন্যায় তাহারা চিত্রিত বস্ত্র পরিধান করে। পক্ষান্তরে, হীরাক্লীসের স্মৃতিচিহ্ন অধিক বিদ্যমান নাই। সেকেন্দর সাহা যখন আয়োর্নস নামক শৈল বাহুবলে অধিকার করেন তখন মাকেদনীয়েরা বলিয়াছিল যে হীরাক্লীস উহা তিন বার আক্রমণ করিয়া তিন বারই পরাস্ত হইয়াছিলেন। আমার মনে হয়, ইহা মাকেদনীয়দিগের মিথ্যা গর্বোক্তি। তাহারা যেমন পরপমিসসকে ককেসস নামে অভিহিত করিয়াছে যদিও ইহার ককেসসের সহিত কোনও সম্পর্ক নাই—ইহাও সেই প্রকার। এইরূপ, তাহারা পরপমিসদদিগের রাজ্যে একটি গুহা দেখিয়া বলিয়াছিল যে, ইহাই প্রমীথেয়ুস নামক দেবদ্বেষীর (Titan) গুহা; এই স্থানেই তাঁহাকে অগ্নিহরণের জন্য ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। এবং এইরূপে, তাহারা যখন শিব (Sibai) নামক ভারতীয় জাতির মধ্যে উপস্থিত হয় ও দেখিতে পায় যে তাহারা চর্ম পরিধান করে তখন তাহারা স্থির করে যে, যাহারা হীরাক্লীসের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল এবং পরে এদেশেই থাকিয়া যায়—শিবগণ তাহাদিগের বংশধর। কারণ শিবগণ চর্ম্ম পরিধান তো করেই, অধিকন্তু তাহারা গদা ধারণ করে এবং আপন আপন গোরুর গাত্রে গদার চিহ্ন অঙ্কিত করে। মাকেদনীয়দিগের মতে এ সমুদায়ই হীরাক্লীসের স্মৃতিচিহ্ন।

আরিয়ান

ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ

মেগাস্থেনীস বলেন যে, ভারতীয় জাতিসমূহের সংখ্যা এক শত আঠার। [ভারতীয় জাতিসমূহের সংখ্যা বহু, এই পর্যন্ত আমি মেগাস্থেনীসের সহিত একমত ; কিন্তু আমি নিশ্চিত রূপে বুঝিতে পারিতেছি না যে তিনি কিপ্রকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া এই সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিলেন, কারণ তিনি ভারতবর্ষের অধিকাংশই দর্শন করেন নাই এবং সমুদায় জাতির মধ্যেও আদানপ্রদান ও গতায়াত নাই।]

ডায়োনীসস

(মেগাস্থেনীস বলেন যে) ভারতবাসিগণ প্রাচীনকালে শকদিগের ন্যায় যাযাবর ছিল। এই শকগণ ভূমি কর্ষণ করিত না। তাহারা ঋতু অনুসারে শকটে শকভূমির এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে পরিভ্রমণ করিত। তাহারা নগরে বাস করিত না কিম্বা মন্দিরে দেবতাদিগের আরাধনা করিত না। এইরূপ, ভারতবাসীদিগেরও নগর কিংবা দেবমন্দির ছিলনা। তাহারা যে বন্য পশু হত্যা করিত তাহারই চর্ম পরিধান করিত এবং বৃক্ষবল্কল আহার করিয়া প্রাণধারণ করিত। ভারতীয় ভাষায় এই বৃক্ষের নাম তাল। খর্জুর বৃক্ষের মস্তকে যেমন ফল জন্মে তেমনি এই বৃক্ষের মস্তকে পশমের গোলকের মত ফল জন্মে। তাহারা যে বন্য পশু ধরিতে পারিত তাহা আহার করিয়াও প্রাণ ধারণ করিত, তাহারা আমমাংস ভোজন করিত—অন্তত ডায়োনীসসের ভারতবর্ষে গমনের পূর্ব্বে এইরূপ প্রথা ছিল। কিন্তু ডায়োনীসস ভারতবর্ষে যাইয়া তদ্দেশবাসিগণের অধীশ্বর হন, অনেক নগর প্রতিষ্ঠা করেন ও উহাদিগের জন্য বিধি প্রণয়ন করেন, যেমন গ্রীসে তেমনি ভারতবাসীদিগের মধ্যে মদ্যের ব্যবহার প্রচলন করেন এবং তাহাদিগকে ভূমিতে বীজ

বপন করিতে শিক্ষা দেন ও তদর্থে স্বয়ং বীজ প্রদান করেন। ইহার কারণ এই যে জ্যা-মাতা (Demeter) যখন ট্রিপ্টলেমসকে পৃথিবীর সর্বত্র বীজ বপন করিতে প্রেরণ করেন তখন তিনি এদেশে আগমন করেন নাই; অথবা অপর কোনও ডায়োনীসস ট্রিপ্টলেমসের পূর্বে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ভারতবাসীদিগকে কর্ষিত ফলশস্যের বীজ প্রদান করেন। ডায়োনীসসই সর্বপ্রথম হলে বৃষ যোজনা করেন, এবং বহু ভারতবাসীকে যাযাবরের পরিবর্তে কৃষকে পরিণত করেন ও তাহাদিগকে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করেন। তাহারা করতাল ও দুন্দুভিধ্বনি সহকারে দেবতাগণের বিশেষতঃ ডায়োনীসসের পূজা করে, কারণ তিনি তাহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে সাটীরিক (Satyric) নৃত্য শিক্ষা দেন; গ্রীকগণের মধ্যে উহা কর্ডাক্স নামে অভিহিত। তিনিই ভারতবাসীদিগকে দেবোদ্দেশ্যে কেশ ধারণ করিতে, পাগড়ি পরিতে ও গন্ধদ্রব্যে দেহ অনুলিপ্ত করিতে শিক্ষা দেন। এইজন্য সেকেন্দর সাহার সময়েও ভারতবর্ষীয়েরা দুন্দুভি ও করতালধ্বনির সহিত যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইত।

কিন্তু ভারতবর্ষে নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যাগমন করিবার সময়ে তিনি তাঁহার সঙ্গী ও বক্কসের পূজাভিজ্ঞ স্পার্টেম্বাস নামক এক ব্যক্তিকে এই দেশের রাজত্বে বরণ করেন। স্পার্টেম্বাসের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বৌদ্ধ (Boudyas) রাজ্যলাভ করেন। পিতা ভারতবাসীদিগের উপর ৫২ বৎসর ও পুত্র ২০ বৎসর প্রভুত্ব করেন। শেষোক্ত রাজার পুত্র ক্রদ্যুস (Kradeuas) তৎপর সিংহাসনে আরোহণ করেন, অতঃপর ইঁহার বংশধরগণ সাধারণত উত্তরাধিকার-সূত্রে রাজ্যলাভ করেন ও পিতার পর পুত্র রাজত্ব করেন; কিন্তু এই বংশে উত্তরাধিকারীর অভাব হইলে ভারতবর্ষীয়েরা গুণানুসারে রাজা নির্বাচন করে।

হার্কুল্যিস

কিন্তু শুনা যায় যে হীরাক্লীস প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করেন, যদিও প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে তিনি ভিন্ন দেশ হইতে এদেশে আগমন করেন। এই হীরাক্লীসকে. সৌরসেনীরা (Sourasenoi) বিশেষভাবে পূজা করে; ইহারা একটি ভারতীয় জাতি; মথুরা (Methora) ও কৃষ্ণপুর (Kleisobora) নামক ইহাদিগের দুইটি নগর আছে; যমুনা (Jobares) নামক নৌচলনোপযোগী নদী ইহাদিগের দেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু মেগাস্থেনীস বলেন যে এই হারাক্লীস থীবস্-দেশীয় হীরাক্লীসের মত বস্ত্র পরিধান করেন, ভারতবাসীরাও তাহা স্বীকার করে। ভারতবর্ষে ইহার বহুসংখ্যক পুত্র জন্মগ্রহণ করে (কারণ থীবসের হীরাক্লীসের ন্যায় ইনিও অনেক রমণীর পাণিপীড়ন করেন), কিন্তু কন্যা মাত্র একটি হয়। এই কন্যার নাম পাণ্ড্যা (Pandaia)। যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ও হীরাক্লীস তাঁহাকে যাহার রাজত্ব প্রদান করেন তাঁহার নামানুসারে তাহা পাণ্ড্য (Pandaia) নামে অভিহিত হয়। তিনি পিতার নিকট হইতে পাঁচ শত হস্তী, চারি সহস্র অশ্বারোহী ও এক লক্ষ ত্রিশ হাজার পদাতিক সৈন্য প্রাপ্ত হন। কোন কোনও ভারতীয় লেখক হীরাক্লীস সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া থাকেন—যখন হীরাক্লীস পৃথিবীকে হিংস্রজন্তুশূন্য করিবার উদ্দেশ্যে জলে স্থলে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তিনি সমুদ্রে নারীজাতির একটি ভূষণ প্রাপ্ত হন। [অদ্যাপি যে সকল ভারতীয় বণিক্ আমাদিগের নিকট পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে তাহারা আগ্রহাতিশয় সহকারে উহা ক্রয় করিয়া বিদেশে লইয়া যায়। প্রাচীন কালে ধনী ও বিলাসী গ্রীকগণের ন্যায় বর্তমান সময়ে ধনী ও বিলাসী রোমকগণ ইহা অধিকতর আগ্রহের সহিত ক্রয় করে।] ভারতীয়

ভাষায় ইহার নাম সামুদ্রিক মুক্তা (margarita)। অলংকার রূপে পরিধান করিলে ইহা কেমন সুন্দর দেখায় তাহা অনুভব করিয়া হারাক্লীস কন্যার দেহ সজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে সমুদায় সমুদ্র হইতে এই মুক্তা আহরণ করেন।

মুক্তা

মেগাস্থেনীস বলেন যে, যে-সকল শুক্তিকায় এই মুক্তা পাওয়া যায় তাহা এদেশে জাল দ্বারা ধরা হয় এবং সেগুলি মৌমাছির ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। মৌমাছির দলের ন্যায় ইহাদিগেরও রাজা বা রাণী আছে। যদি কেহ সৌভাগ্যবশত রাজাকে ধরিতে পারে তবে সহজেই সমুদায় শুক্তিকার ঝাঁক জালে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু রাজা পলায়ন করিলে অপর সকলকে ধরিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। শুক্তিকা-গুলি ধৃত হইলে যতক্ষণ তাহাদিগের মাংস পচিয়া পড়িয়া না যায় ততক্ষণ সেগুলি রাখিয়া দেওয়া হয়; পরে উহাদিগের অস্থি অলংকার রূপে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে মুক্তার মূল্য সমান ওজনের বিশুদ্ধ স্বর্ণের তিন গুণ। এদেশে খনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলিত হয়।

পাণ্ড্যদেশ

শুনা যায়, হীরাক্লীসের কন্যা যে প্রদেশে রাজত্ব করিতেন তথায় রমণীগণ সাত বৎসর বয়সে বিবাহযোগ্য হয় এবং পুরুষেরা অত্যন্ত অধিক হইলে চল্লিশ বৎসর জীবিত থাকে। এ বিষয়ে ভারতবাসীদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রবাদ প্রচলিত আছে। হীরাক্লীস শেষ বয়সে একটি কন্যা লাভ করেন; যখন তিনি দেখিলেন তাঁহার অন্তিম কাল নিকটবর্তী, অথচ মানমর্যাদায় আপনার সমকক্ষ এমন কেহ নাই যাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে পারেন তখন যাহাতে উভয়ের বংশধর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে তিনি সপ্তবর্ষবয়স্কা কন্যায় অভিগমন করেন,

এইজন্য তিনি কন্যাকে বিবাহযোগ্যা করেন এবং এইজন্যই যে জাতির উপর পাণ্ড্যা রাজত্ব করেন তাহারা সকলেই হীরাক্লীসের নিকট হইতে এই অধিকার প্রাপ্ত হয়। [এখন আমার মনে হয়, হীরাক্লীস যদি এমন একটা অত্যাশ্চর্য কর্ম সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন তবে তিনি যথাকালে কন্যায় অভিগমন করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে আরও দীর্ঘজীবী করিতেও পারিতেন। কিন্তু বাস্তবিক রমণীদিগের বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা যদি সত্য হয় তবে আমার বোধ হয় পুরুষদিগের বয়স সম্বন্ধে যে কথিত হইয়াছে—যাহারা অত্যধিক দীর্ঘজীবী তাহারাও চল্লিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—তাহাও সর্বথা সঙ্গত। কারণ যাহারা এত শীঘ্র বার্ধক্যে উপনীত হয়, এবং বার্ধক্যে উপনীত হইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহারা নিশ্চয়ই শীঘ্র শীঘ্র যৌবনে পদার্পণ করিবে ইহাই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং এদেশে পুরুষগণের মধ্যে ত্রিশ বৎসর বয়সেই বার্ধক্যের প্রথম চিহ্ন দৃষ্ট হইবে, যুবকেরা কুড়ি বৎসর বয়সেই যৌবন অতিক্রম করিবে এবং প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ বয়সেই তাহারা পূর্ণযৌবন লাভ করিবে। এই নিয়মানুসারেই নারীজাতি সাত বৎসর বয়সে বিবাহযোগ্যা হইবে।] কেননা, মেগাস্থেনীস স্বয়ংই লিখিয়াছেন যে এ দেশে ফলশস্যও অপরাপর দেশ অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র পরিপক্ক ও বিনষ্ট হয়।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস

ভারতবর্ষীয়গণের গণনানুসারে ডায়োনীসস হইতে চন্দ্রগুপ্ত পর্যন্ত ৬০৪২ বৎসরে ১৫৩ জন নৃপতি রাজত্ব করেন; কিন্তু এই কালের মধ্যে তিন বার সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। * * * আর একটি ৩০০ বৎসর এবং আর একটি ১২০ বৎসর। ভারতবর্ষীয়েরা বলে যে ডায়োনীসস হীরাক্লীসের পনর পুরুষ পূর্বে বর্তমান ছিলেন এবং এক

তিনি ভিন্ন আর কেহই ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই ; এমন কি কাম্বুসীসের পুত্র কাইরাসও নহে ; যদিও তিনি শকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন এবং সমস্ত এসিয়ার নৃপতিগণের মধ্যে শৌর্য্যবীর্যে সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য সেকেন্দর সাহা এদেশে আগমন করেন এবং যে কেহ তাঁহার সম্মুখবর্তী হয় তাহাকেই যুদ্ধে পরাভূত করেন ; আর সৈন্যগণ অবাধ্য না হইলে তিনি সমুদায় পৃথিবী জয় করিতে পারিতেন। পক্ষান্তরে, (ভারতবাসিগণ বলিয়া থাকে] ন্যায়বোধ প্রবল বলিয়া ভারতবর্ষের কোনও ভূপতিই অপর দেশ জয় করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধযাত্রা করেন নাই।

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক বলিয়া বিবেচ্য। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় প্রকাশিত পুস্তকে বিষয়বস্তুর আলোচনা বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ হইতে বিস্তৃততর হইবে।

"শিক্ষণীয় বিষয়মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য। তদনুসারে ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত হবে, এর প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে; অথচ রচনার মধ্যে বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকবে না, সেও আমাদের চিন্তার বিষয়। দুর্গম পথে দুরূহ পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ব্যয়সাধ্য ও সময়সাধ্য শিক্ষার সুযোগ অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না, তাই বিদ্যার আলোক পড়ে দেশের অতি সংকীর্ণ অংশেই। এমন বিরাট মূঢ়তার ভার বহন করে দেশ কখনোই মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে না।

"বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞানচর্চার। আমাদের গ্রন্থপ্রকাশকার্যে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে।"

—লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বপরিচয়: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. প্রাচীন হিন্দুস্থান: শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
৩. পৃথ্বীপরিচয়: শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪. আহার ও আহার্য: শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
৫. প্রাণতত্ত্ব: শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬. বাংলাসাহিত্যের কথা: শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী
৭. ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা: শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়